Gokhale Memorial Girls' College

Date: 17/04/2023

To whom it may concern

Subject: Completion of Project by BNGA students of Semester V in 2021-22

The undersigned hereby certifies that the students mentioned in the table given below have completed their Projects for the University of Calcutta B.A/B.Sc. Semester-V Examination,

SL.NO.	REGISTRATION	COLLEGE ROLL	NAME	SUBJE
1	013-12110136-19	19/BAH/0090	SANCHARI SAHA	BNGA
2	013-1212-0117-20	20/BAH/0007	SUSMITA NASKAR	BNGA
3	013-1212-0110-20	20/BAH/0080	ISHA MONDAL	BNGA
4	013-1211-0120-20	20/BAH/0142	ROWENA MUKHERJEE	BNGA
5	013-1211-0094-20	20/BAH/0157	RIYA ROY	BNGA
6	013-1211-0038-20	20/BAH/0159	ISHIKA BARUI	BNGA
7	013-1211-0083-20	20/BAH/0163	SHRESTHA GHOSH	BNGA
8	013-1211-0313-20	20/BAH/0173	SUCHETANA SENGUPTA	BNGA
9	013-1211-0092-20	20/BAH/0203	ASHIFA KHATOON	BNGA
10	013-1211-0086-20	20/BAH/0241	PIYASHA DEY	BNGA
11	013-1211-0046-20	20/BAH/0256	RUPSHA DUTTA	BNGA
12	013-1211-0119-20	20/BAH/0282	DEYA BISWAS	BNGA
13	013-1211-0124-20	20/BAH/0289	BANASREE SAHA	BNGA
14	411-1211-0600-18	20/BAH/0327	SUDIPTA SADHUKHAN	BNGA

2021 in CC-12 course of Bengali Honours. These students are mentioned in the modified template of Metric 1.3.2 (for DVV compliance) as BNGA (SEM V) with pdf link of their projects stated alongside.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

1/1 Harish Mukherjee Road, Kokata - 700 020
Phones : 2223-2355, 2223-8287, 2223-0027 ▪ E-mail-gokhalecollegekolkata@gmail.com
website - www.gokhalecollegekolkata.edu.in

নাম ~ সুকুমারী সাহা

বিষয় ~ বাংলা CC-12

কলেজ রোল ~ 19/BAH/0090

বিশ্ববিদ্যালয় রোল ~ 192013-11-0010

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন ~ 013-1211-0136-19

তারিখ ~ 09.11.2022

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal

Gokhale Memorial Girls' College

বেনীমাধব চরিত্র :-

টিনের তলোয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র বেনীমাধব চাটুজ্জে। শুরুতেই দেখা যায় মদের ঘোরে বেসামাল বেনীমাধব, তারপরই নর্দর নামের এক শীর্ণ যুবককে নিয়ে শহরের দেওয়ালে নাটকের পোস্টার আঁটতে থাকে।

এই সময় এক মেথর ম্যানহোল থেকে ময়লা তুলে বালতিতে ফেলছিল, সেই ময়লা বেনীমাধবের গায়েতে লেগে যায়। কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হননা সে। বস্তির মেথরের সাথে বেনীমাধব আলাপ জমায় থিয়েটার প্রসঙ্গ নিয়ে। মেথর থিয়েটার দেখেনি কখনও, বুদ্ধিমান নয় এবং তাঁর বেনীমাধব-নামটাও নাকি শোনেনি। তবুও প্রশংসার আশাতে ভেবেই যে মেথরকে জানায় যে সে বাংলার গ্যারিক, ইন্ডিয়া মিরর পত্রিকা তার নাটক দেখে তাকে ওই আখ্যা দিয়েছে।

আলাপচারিতা হতে হতে মেথর যখন জানতে পারে

নবীনাবিবি যাতে চাইছে প্রণাম, তখন সে ঝুঁকায় তার পায়ের কাছে অঞ্জলি মেলল। তাতে বেনীঅবির প্রাণ ভরেনি। সে ঋত্বিককে তার জীবন কাহিনী বিবৃত করে।

এই কাহিনী থেকে জানা যায়, বেনীমাধব থিয়েটারে আসার আগে যাত্রায় অভিনয় করত। শ্যামবাজারের ছাতুবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর-পালার অভিনয়ে তার ছিল কোটালের ভূমিকা। নবীনাবিবি বলতে চায় যে সে ব্রাহ্মণ নয়, থিয়েটারওয়ালা। অভিনয় হচ্ছে যাত্রা তার পেশা।

থিয়েটারে নারী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি অভিনেত্রী খুঁজে আনেন পথে, বেশ্যাপল্লী থেকে। তখন তারা ছিল কাঁদার তাল, এই কাঁদার তাল থেকে সে তাদের গড়ে তোলে থিয়েটারের নায়িকায়।

এরকম একজন অভিনেত্রী ছিলেন আনদা সুন্দরী। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই আনদা সুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তারা।

নবীনমাধব নিরুপায়। কিন্তু এমন সব পালায় তাকে অভিনয় করতে হতো যেখানে ইংরেজী ভাষাতে হয়। বিলিতিদের কাছ থেকে সে ইংরেজী শেখে।

নবীনমাধবের ছিল মদের প্রতি গভীর আকর্ষণ। তিনি সারাদিন থিয়েটার করে রাতে মদ্যপান করতেন এবং সকালে দেরী করে ঘুম থেকে উঠতেন। কিন্তু, ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হাঁর কাছে নতজানু হয়ে জানালেন, কারণ, বীরেন্দ্রবাবু থিয়েটার তুলে দিলে থিয়েটারওয়ালাদের জীবন বিপন্ন হবে। থিয়েটার চললে, ভালো টিকিট বিক্রি হলে, থিয়েটার কর্মীদের পাতে জুটবে আহার।

বিনোদিনীর পছন্দের বিষয় ছিল সে নাটক রোমান্স, নাচগানের বাড়াবাড়ি আছে এমন। শেক্সপিয়রিক, শেক্সপিয়র নিয়ে রচিত নাটকে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে, তিনি ছিলেন অন্যান্য অনেক মহান শেক্সপ্রেমী।

সমাজের নাম অভিনেত্রী হিসাবেই মিশে গেছে আর বোঝানো যে যাতে বাড়া নয়। লোকে তার কাছে বাড়া এবং সেটাই তার পরিচয়।

সে সময় সমাজে নারী চরিত্রে অভিনয় করত পুরুষেরা নারী সেজে, কারণ নারীদের থিয়েটারে আসার অনুমতি ছিল না। সেই সময়ে বেশ্যা পল্লী, পথ থেকে নারীদের তুলে এনে তাদের দিয়ে হতো নট অভিনেত্রী তৈরী করা; তাদের দৃষ্টিতে আসত, মালিকের মর্জিরা, প্রচলিত জীবনধারার প্রতি নিবদ্ধিত প্রাণ হলেও তার তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য ও

নিমচাঁদের প্রতি, সেই যুগের সমসাময়িক মনীষীদের ছিলেন সান্নিধ্যে আসতেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কবি ও লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতেন।

সবশেষে দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেনীমাধবের চরিত্রের বিভিন্ন দিক যা 'নিমচাঁদদত্তের' জীবনের প্রতিফলন স্পষ্ট।

4½/5

16.11.22

গোখেলে মেমোরিয়াল গার্লস' কলেজ

বাংলা বিভাগ

সেমেস্টার - V

- নাম: সুস্মিতা নস্কর
- রোল নম্বর: 20/BAH/0007
- বিশ্ববিদ্যালয় রোল নম্বর: 202013-11-0135
- বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 013-1212-0117-20
- মডিউল: ২ CC-12
- বিষয়: 'টিনের তলোয়ার' নাটকে 'বেনীমাধব' চরিত্র
- তারিখ: ২৮/১০/২০২২

Gokhale Memorial Girls' College

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'টিনের তলোয়ার' নাটকের সময়কাল হল ১৮৭৬-এর পূর্ববর্তী সমাজ। নাটকের স্থান হল কলকাতা - চীৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারের কেন্দ্রিক নাট্যশালা। নাটকটি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক, যার বিষয়বস্তুর ছলে তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক দিকটি প্রতিফলিত রয়েছে।

'টিনের তলোয়ার' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেণীমাধব চাটুজ্জ্যে। দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভি-নেতা ও নাট্য নির্দেশক বেণীমাধব কাপ্তেনবাবু নামেই পরিচিত। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির যাবতীয় স্ববিরোধ, আবেগ, বিক্ষোভ, অভিমান, অনুশোচনা, প্রেম-প্রীতি, ত্যাগ ও আপোষের বহুমুখী ও জটিল বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার উন্মোচিত করতে চেয়েছেন তৎকালীন নাট্যকর্মীদের সমস্যা, সংঘাত, অস্তিত্ব ও আদর্শের সঙ্গে সমকালীন সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অবস্থাকে।

১৮৭৬ সালে বাংলার রঙ্গমঞ্চে জাতীয় চেতনামূলক এবং ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক নাটকে সুদূরপ্রসারী প্রভাব নাট্য নিয়ন্ত্রণের ধারণা দেয়। ফলে সময়কালটি একদিকে বাংলার সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোলকাতার এক বিশিষ্ট নাট্যকর্মীর ভাবনা, অস্তিত্ব সংকট, আত্মিক দ্বন্দ্ব, আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার সংঘাত, নাট্যপ্রেম, বেনিয়া ও প্রশাসনের দ্বিমুখী শোষণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে মুক্তি চেতনার দুর্নিবার প্রকাশের নাম বেণী।

নাটকের সূচনা দৃশ্যেই দেখি, সদ্য অবস্থায় তিনি তার আগামী নাটক 'ময়ূরবাহন' নাটকের প্রচারে ব্যস্ত। সেসময় সময়ের সঙ্গে তার কথোপকথন তার

গৌরববোধ, অসাধারণ অভিনয় উদ্ভাবন ক্ষমতার পাশাপাশি আত্মগ্লানিতেও পুষ্ট হয়ে ওঠে। 'ইংলিশম্যান মিরর' পত্রিকা তাকে 'বাংলার গ্যারিক' অভিধায় সম্মানিত করলে তিনি সমাজ বহির্ভূত জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে 'থিয়েটার-ওয়ালা' বলে পরিচিতি দেন। কেশব তার এই নকল জীবনের ঠুনকো অহং বোধকে ধাপ্পা বলে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু তাতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। বরং একজন যথার্থ নাট্যগুরু হিসেবে একদিকে মানদাসুন্দরীকে যোগ্য শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার অহংকার, অন্যদিকে বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর স্থূল রুচির প্রতি ধিক্কার এবং অর্থের প্রতি আত্মপরাজয়ের গ্লানিটিও দ্বিধাবোধ করেন না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে তাকে দেখি অমার্জিত দেহের, উচ্চারণদোষ দুষ্ট ময়নাকে কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে তিলোত্তমা রূপে গড়ে তুলতে। এই পর্বে তিনি স্রষ্টা। অসম্ভব সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী ময়নার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বেণীমাধব। নাট্যনির্মাণের অভিঘাত তার সহজ গৃহবোধও রেহাই দেয় না। এখানে বেণীকে সমাজবাস্তব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন নাট্যকর্মী হিসাবে পাই। যিনি জানেন নকল প্রতিক্রিয়ার সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ চেতনের প্রয়োজনেই তিনি নিমগ্ন। অত্যন্ত সহজ ও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সমাজের বিরোধিতাকে প্রতিহত করার এই রীতি তার নাট্যসাধনার নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ কেশব অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উনিশ শতকীয় যুবক প্রিয়নাথ উভয়ই তার নাট্যচর্চার সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। কেশবের মতে নকল দাড়ি গোঁফ ও চুলের অলোময় হাতে নৃত্য করতে উপস্থাপনা আসলেই শিকড় বিচ্ছিন্ন এক [illegible] মাত্র। প্রিয়নাথের মতে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও

রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অলীক স্বর্গ রচনাকারী বেণীমাধব আসলেই বাস্তবতাহীন, যুক্তিহীন প্রবঞ্চনে নিমজ্জিত। এই বহুমুখী সমালোচনার থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বে বেণীমাধব একটি ভিন্ন আত্মসত্তা নির্মাণে সচেষ্ট হন।

এই তৃতীয় সত্তাটির প্রতিবন্ধকতা আসলেই গ্রেট বেঙ্গল অপেরার স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁ। শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচিহীন এক ব্যবসায়ীর অর্থ কৌলিন্যের দাস বেণীমাধব। তাই 'সধবার একাদশী' অশ্লীলতার দায়ে এবং 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'তিতুমীর' প্রশাসন বিরোধিতার দায়ে অভিনীত হতে পারে না। বেণীমাধবের পরিচালক সত্তা এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় ব্যভিচারী বীরকৃষ্ণ যখন অন্যত্র, এক নারীর রূপের পরিবর্তে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার নতুন গৃহ ও স্বত্বাধিকার বেণীকে দান করে। এক বৃহত্তর স্বার্থের উদ্দেশ্যে ভেঙে যাচ্ছে শিল্পের ও শিল্পীদের সম্মান, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত মূল্য। স্বার্থপর বেণী আসলেই বৃহত্তর মুক্তি চেয়েছিল; প্রশাসনের থেকে, আত্মগ্লানি থেকে। এই নতুন বেণী নির্মাণের অনুষঙ্গে প্রিয়নাথ, বসুন্ধরা সকলেই আবেগে ভুল বুঝেছিল। নাটকের শেষে এসে দেখি ইংরেজ সরকার সংগঠিত শিল্পীদের বিদ্রোহমূলক নাটক বন্ধের জুলুমের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেণী এক মুহূর্তে নাট্য-নির্মাতা, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ও বীরকৃষ্ণ দাঁ-র উপস্থিতিতে উচ্চারণ করেন — "সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি।"

বেণীমাধব চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সর্বরিক্ত সংস্কৃতি কর্মীর স্ববিরোধিতা ও আত্মদ্বন্দ্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। বেণী তাদেরই একজন যারা বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বেপরোয়া বিদ্রোহের পাশাপাশি আপোষহীন নবযুগ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন।

5/5

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ২০২২

নাম - ইশা মন্ডল কলেজ রোলঃ ২০/বি এ এইচ/০০৮০

বিষয়ঃ- বাংলা সেমেস্টারঃ- ৫

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোল নং - ২০২০১৩ - ১১ - ০১৩৪

সি সি - ১২ মডিউল - ২

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন নং - ০১৩ - ১২১২ - ০১১০ - ২০

প্রকল্পের বিষয়ঃ- বেণীমাধব চরিত্র।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

'টিনের তলোয়ার' নাটকে বেনীমাধবের চরিত্রটি আলোচনা করো।

বেনীমাধব চট্টোপাধ্যায় গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাপ্তেনবাবু, বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক, উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র। বেনীমাধব ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য-অসাফল্যের দোলাচল সৃজনের আনন্দ-হারানোর ব্যথা একই অঙ্গে কাজ করেছে। এই আপাত: দ্বন্দ্বের আপেক্ষিকতায় কখনো তিনি পলায়নী স্বভাবের পরাজিত মানুষ, কখনো বা স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী।

বেনীমাধব বাঙালি মধ্যবিত্তের উপযুক্ত উত্তরসূরি সমস্যা দেখা দিলেই দ্বিধাগ্রস্ত, মানসিক দুর্বলতার কারণে ক্রোধান্ধ আবার সৃষ্টির নেশায় সমস্ত সমস্যার সামনে সৃজনশীল প্রতিবাদ জ্ঞাপনে অগ্রনী ভূমিকায় অবতীর্ণ। এইরকম একটি জীবন দ্বন্দ্বে জীর্ণ, তবু সৃজনশীলতায় পূর্ণ মানুষকে 'টিনের তলোয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র করেছেন উৎপল দত্ত।

বেনীমাধব জীবন যাপনে বেহিসেবি। প্রথম দৃশ্যেই যে বেনীমাধবকে দেখা যায় তিনি মদের ঘোরে বেসামাল। আবার নটবর তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেন। এমনকি অভিনয় চলাকালীন সময়েও তিনি মাঝে মাঝে মদ্যপান করেন। বেনীমাধব 'মেঘনাদবধ' আবৃত্তি করেন, শেকস্‌পীয়রের নাট্যপাঠের অনুসরণে 'ময়ূরবাহন' নাটকে বিক্রমদেবের সংলাপ উচ্চারণ করেন,

তাতে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বেণীমাধবও এ সম্পর্কে সচেতন, যেন প্রমথ চৌধুরীর সনৎকাকি গল্পের নায়কের মত বলে ওঠেন- "নেশায় শরীরের শক্তি যায়, গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে যায় না।"

বেণীমাধব থিয়েটারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নাটকে কখনও বেণীমাধবের পরিবারের কথা উল্লিখিত হয়নি। পারিবারিক বন্ধনমুক্ত বেণীমাধব, গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন গ্রেট বেঙ্গল অপেরার সঙ্গে। বেণীমাধবের চেষ্টায় ও শিক্ষাগুণে সবজিবিক্রেতা ময়না শঙ্করী অভিনেত্রীতে রূপান্তরিত হয়।

বেণীমাধব চরিত্রের আর একটি দিক হল তাঁর নাট্য-শিক্ষাদানের দিক। নিজের পরিচয় বেণীমাধব দিয়েছেন এইভাবে "আমি শিক্ষক। আমি স্রষ্টা। আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিন থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।"
ময়না অভিনয় শিক্ষার প্রথম প্রভাতে- "সখি কত রঙ্গ জানো তুমি, তাই রঙ্গ করো দিবানিশি" বলতে গিয়ে 'শ' কে ইংরেজি 'এস' এর মতো উচ্চারণ করে। উচ্চারণ দেখে প্রিয়নাথ বলে "বিশ্বকর্মা এবারে বোধ হয় ফেইল করবেন।" তবে শেষ পর্যন্ত তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে যখন শঙ্করীতে পরিণত করা হয়, তখন সে অবলীলায় 'ময়ূর-বাহন' নাটকের অনুরাধার পার্ট বলে।
ময়নাকে শঙ্করীতে রূপান্তরিত করে তিনি অভিনয়শিল্পে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন, প্রমাণ করেন নাট্যশিক্ষক হিসেবে নিজের দক্ষতা।

বেনীর দুর্বলতা হল যে যদিও নাট্যশিল্পিক, তখনকার ভাষায় যাকে বলে ক্যাপ্টেন তা সত্ত্বেও মদ্যপানে তার বড় আসক্তি। সর্বাঙ্গীন ব্যাপারে বেনীর নজর তীক্ষ্ণ - সারারাত অভিনয়ের পর মদ্যপান করে এবং সকালে দেরী করে তার ঘুম ভাঙে।

তবে বেনীমাধব পেশা সম্পর্কে দারুন সচেতন। - তাই থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁর কাছে নতজানু হয়ে থাকে। কেননা মালিক থিয়েটার তুলে দিলে সমস্ত কর্মীর জীবন বিপন্ন হবে। অন্যদিকে নবীন নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিকের নাটক 'পলাশীর যুদ্ধ' যেখানে ক্লাইভকে জালিয়াত রূপে আঁকা হয়েছে. ও নাটক বেনীর মনোনয়ন পায়নি। তাই নাটকের পাতা মহলা ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে - বেনীমাধবের কাছে যার কোনো মূল্য নেই। তবুও অক্লান্ত প্রিয়নাথ 'তিতুমীর' নাটক লিখে বেনীমাধবের কাছে নিয়ে আসে। বেনীমাধবের তা পছন্দ হয়।

নাট্যব্যবসার স্বার্থে, বেনীমাধব বীরকৃষ্ণের মতামতকে শিরোধার্য বলে মেনে নেয় কিন্তু তার মধ্যে সুপ্ত থাকে গভীর দেশপ্রেমের বীজ। চেহারায় বেনীমাধব নিরীহ, মদ্যপ এবং মালিকের খোসামুদে ক্যাপ্টেন - যা দেখে প্রিয়নাথ এমনকি পাঠক দর্শকও ঘৃণা করবেন - প্রিয়নাথ তো দেশপ্রেমিকদের রূপে আবির্ভূত।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে প্রথম যখন বেনীমাধবকে দেখি তখন উনিশ শতকীয় প্রাচীন কলকাতার একজন মদ্যপ, অবিবেচক, উন্নাসিক, বিশৃঙ্খল নট চোখের সামনে উপস্থাপিত হয়। নাটক যত এগোয় ততই বেনীমাধবের চরিত্রের ক্রুরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, দীনতা, স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মানবিক দিকটিও ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে।

বীরকৃষ্ণের কথায় 'তিতুমীর' নাটক বন্ধ করে দেওয়ার পর ময়না আর প্রিয়নাথের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করার প্রাক্কালে বসুন্ধরার সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতায় বেণীমাধব বলে ওঠেন - "এখানে কেউ নেই। তাই চুপি চুপি বলি তোমায়। ময়না... ময়না শুধু আমার মেয়ের মতো নয়, আরো কিছু।" পিতাসমান বেণীমাধবকে ময়না যখন অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তখন হয়তো শিল্পী বেণীমাধব, পিতা বেণীমাধবের হৃদয়ের কোনে একটু করে অভিমানের মেঘ জমে ওঠে।

নাটকের শেষদৃশ্যে দর্শকাসনে ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ল্যাম্বার্ট ও ময়না সমেত বীরকৃষ্ণদাঁকে দেখতে পেয়ে বেণীমাধব স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে 'সধবার একাদশী'-র নিমচাঁদের ভূমিকা ত্যাগ করে ওয়াহাবি আন্দোলনের কৃষক নেতা তিতুমীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। টিনের তলোয়ার তুলে শপথ নেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন- 'যতক্ষুন এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়য়ে থাকবে, ততক্ষুন এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না কখনো।'

এইভাবে নাটকের শেষে সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে জয় করে টিনের তলোয়ারের সাহায্যে নাট্য-সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে এক বিপ্লবী নায়কে পরিণত হন বেণীমাধব।

5/5

26.11.22

নাম → রাওয়েনা প্রামাণিক

রোল → 20/BAH/0142

CU Roll NO: 202013-11-0094

CU Registration NO: 013-1211-0120-20

সেম - 5

বিষয় - বাংলা (BNGA)

Module : 2 CC : 12

তারিখ : 28/10/22.

Authenticated.

Principal

Gokhale Memorial Girls' College

• বেণীমাধব চরিত্র :→

'টিনের তলোয়ার'-নাটকটি কোনো বিশেষ সময় বা, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাট্য-সাহিত্যের উদাহরণ নয়। নাট্যসাহিত্যের সময়-ইতিহাসের বর্ণনাই রয়েছে নাটকটির প্রতিটি দৃশ্যের অন্তরালে।

মূলত আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রাথমিক পর্বের পটভূমিতে টিনের তলোয়ার-এর নাট্যকাহিনি বিন্যস্ত। সেসময়ের রঙ্গালয়ের মালিকেরা ছিলেন নববংশজাত ধনী তথা, ~~অর্থের পরিমাণ~~ অপরিমিত অর্থের অধিকারী। অধিকাংশের ক্ষেত্রে নাট্যাভিনয় বা, নাট্যবিষয়-এর ক্ষেত্রেও তারা শৌখিন গুরুত্ব দিতো মনোরঞ্জন-এর দিকটিতেই। সুতরাং একশ্রেণির বাবুদের নাট্য-নির্দেশকদের বিষয়ের অভিনবত্বের ক্ষেত্রেও বেশি গুরুত্ব দিতে হয় মনোরঞ্জনের দিকটির উপর।

নাট্য-নির্দেশক হিসেবে আলোচ্য নাটকে যে নামটি বা, চরিত্রটি উঠে আসে তিনি হলেন বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়।

চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে নজর রাখলে বেণীমাধব তথা, 'কাপ্তেনবাবু'-কেই নাটকটির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা যায়। নাটকের শুরুতেই ভোরবেলা এবং নবরব আদিত্য থিয়েটারের দেওয়ালে নিয়োজনের সোসাইটি আড়ালে কাপ্তেন ব্যস্ত সদাব্যস্ত 'কাপ্তেনবাবু'। অর্থাৎ তিনি বুদ্ধিমান নির্দেশক নন, থিয়েটারের কাজেও নিযুক্ত। এমন দৃশ্যের ব্যাখ্যা করলে তিনি নাটক নির্দেশনা বুদ্ধিমান অর্থের জন্য নয়। নাটককে ভালোবেসে করেন, তাই ভোররাতে অর্থাৎ নিশুত রাত থেকে নাটকের প্রচার-এও তিনি ব্যস্ত

পরবর্তীতে, সেক্সপিয়রের আগে কমলকামিনী-র তিনি বুঝিয়েছেন তাঁর থিয়েটার-ই সব। সেসময়ের কলকাতায় একজন সেক্সপিয়র নাটকে অমাত্য নেতৃ চোখে দেখে যার কাছে কাজ করতেন নেচে, একজন ব্রাহ্মণ ব্যক্তি হয়েও নিলা মিস্টার মেম্বারটির আগে তিনি আলাপন ঘটিয়েছেন এবং, গিরিশ নিয়মের নিয়মই সেক্সপিয়র ~~কথা~~। মেম্বারটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার না করেই তার আগে থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। যে মানুষ মধুসূদন দত্তের এবং মেঘনাদবধ কাব্যের নাম-পর্যন্ত জানেন না, তাকে অবলীলায় সেক্সপিয়র? আনায় সে বাংলার গ্যারিক, গিরিশের প্রতিভা তার নাটক দেখেই ওর আখ্যা দিয়েছে। একজন প্রকৃত নাট্যপ্রেমী মানসিকতার-ই প্রমাণ মেলে এখানে। যে মানুষ নাটকের নেশায় এতই মগ্ন যে আপনে থাকা মানুষটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার না করেই তাকে নাটকের পথ দেখাচ্ছেন। আরেকটি

সেক্সপিয়র বলেন তিনি "ব্রাহ্মণ নয়, থিয়েটারওয়ালা" যাঁর সত্তাই হল নাটক। সেখানে জাত-পাত, শিক্ষা, রুচি-আলাদা নয়। রূপ নয়, গুণের আদলে রয়েছে সেখানে অভিনয় দক্ষতা। অভিনয় বেচে খাওয়াই তার পেশা। সেখানে বেশ্যা বা পতিতা সম্প্রদায় আলাদা নয়। যে অভিনয় জানে সেই নাটকে অভিনয় করবে।

থিয়েটারে নারী অভিনেত্রীর প্রয়োজনে বেশী কোনরকম দ্বিধা না থাকলেই পতিতাপল্লি থেকে মেয়ে খুঁজে আনেন। তাকে গড়ে তোলেন অভিনেত্রী-এর আদলে। ~~কিন্তু সমাজ~~ আধুনিক চিন্তাভাবনার অধিকারী সেক্সপিয়র প্রকৃত ঘটনার দ্বারা আবারও প্রমাণ করলেন তাঁর -

-মানসিকতা। কিন্তু সমাজব্যবস্থার কাছে তিনি পরাজিত হন। কেননা সেই মেয়েটিকে বীরকৃষ্ণবাবুর কাছারিতে নিয়ে যান গ্রেট [illegible] ন্যাশনাল থিয়েটার-এর কর্তারা।

নাট্যচরিত্রের অভিনেতা নিবদ্ধন তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির যেমন পরিচয় মেলে তেমন-ই নাট্যসাহিত্যকে মন থেকে ভালোবেসে কলকাতার আবৃত্তি এবং গান উঠে আসে ইংরেজি না জানা বেনীমাধব প্রিয়নাথ নিজে অভিনয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিকটজনের কাছে যায় ইংরেজি স্টাইল নিজেও বদলাতে। প্রিয়নাথ সেজাবিলে নয়; থিয়েটারকে ভালোবেসে তিনি কাজ করেন।

দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও এবিষয়ে নিয়ে থিয়েটারের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ কিছু করেননি বেনীমাধব। কেননা, থিয়েটারে দেশপ্রেমের নাটক অভিনীত হলে ইংরেজরা থিয়েটার উঠিয়ে দেবে। থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই তিনি যাই দেখাবেন তা প্রকাশ্যে নয়। বিপ্লব-এর ডাক থাকবে তবে তা বাক্য অথবা 'মনকথন'-এর আড়ালে। নতুন চতুরতাও বেনীমাধব করেছেন থিয়েটারের উদ্দেশ্যে।

প্রিয়নাথ, উদারচেতা মনোভাব-ই নয়। নাটকের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দিকও দেখালেন। থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ-এর সাথে মত না, মতের মিল অনেক থেকে না হলেও কাপ্তেনবাবু নতুন হয়ে যাবেন প্রিয়নাথ থিয়েটার বন্ধ হলে জীবন বিপন্ন হবে সে আশঙ্কায়।

থিয়েটারওয়ালার কাছে থিয়েটার-ই সব। থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে বেনীমাধব বারবার আত্মরুচি বিসর্জন দিয়ে অনেক সময় এমন অনেক থিয়েটার বাড়াতে হয় যেখানে বিষয়-এর অভিনবত্ব নয় বরং রোমান্স, নাচ-গানের বাড়াবাড়ি। কেননা সেসব থিয়েটার বেশি চলে সেখানেই টিকিটের দাম বেশি ওঠে। থিয়েটারকে চালানোর জন্য আত্মরুচিকে বর্জন করতেও বেনীমাধব পিছপা নয়।

থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে থিয়েটারের মালিককে খুশি করতে হবে তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ময়না অর্থাৎ যাকে সে নিজে তুলে এনে অভিনয় শেখায় তাকেও বীরকৃষ্ণ-এর হাতে তুলে দেওয়া খুব দুঃখের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'সধবার একাদশী' নাটকটি 'তিতুমীরের' পরিবর্তে বেনীমাধবকে করতে হয়। আর এসবকিছু-ই শুধুমাত্র থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আলোচনার শেষ অংশে এসে দেখি বেনীমাধব সেই মানুষ যার কাছে সবকিছুর অর্থই হল থিয়েটার। নিজের ধরনে এক আধুনিক মনোভাব, প্রেমবিষয়ে, জাত-পাত-এ অবিশ্বাসী একজন মানুষ যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে মন থেকে স্বীকার-ই করেননা। একজন দেশপ্রেমিক, ভালো অভিনয়, বিষয়ের অভিনবত্বে বিশ্বাসী একজন থিয়েটারওয়ালাকে আমরা পাই বেনীমাধব চরিত্রের মধ্যে। সমাজ-এর কাছে, প্রেমের কাছে, মালিকশ্রেণীর অধিকারের কাছে যিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখে নানান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক নানান বিষয়কে সবার অভিনয়ের নামে তুলে জনগণের সামনে প্রশ্ন তুলে দেন থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে নতুন নাট্য সম্প্রদায়ের আশায়।

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

নাম : রিয়া রায়

কলেজ রোল : 20/BAH/0157

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন : 013-1211-0094-20

বিশ্ববিদ্যালয় রোল : 202013-11-0075

সেমেস্টার : 5 (2020 -2021)

BNG-A-CC-5-12-TH-TU

মডিউল - ২ : টিনের তলোয়ার - উৎপল দত্ত

Under the guidance of

Dr. Rakhi Mitra

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

• 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিতে বেণীমাধব চরিত্রটি আলোচনা করো।

বাংলার নাট্য জগতে উৎপল দত্ত এক ব্যতিক্রমী নাট্য ব্যক্তিত্ব। বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষে 'টিনের তলোয়ার' নাটকটির রচনা করে তিনি বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'Bengal theatre'—এর অবদান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা স্মরণ করেই তিনি 'টিনের তলোয়ার' রচনা করেন। ১৮৭৬ সাল সাম্রাজ্যবাদের এক কুখ্যাত বছর হিসাবে খ্যাত। এই বছরই বাংলার নাট্যশালায় 'টিনের তলোয়ার' নাটক দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ 'Ordinance' জারি করে নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে আইন করে নাট্যশালার কণ্ঠ রোধ করবার চেষ্টা করেন। এই অধ্যায়টিকেই নাট্যকার উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকটিতে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। এতে বেণীমাধব চরিত্রটি যে ভাবে ইংরেজদের সমালোচনা করেছে, তা অবিস্মরণীয়।

'টিনের তলোয়ার' নাটকের 'The Great Bengal Opera'—র কাপ্তেন বেণীমাধব থিয়েটার প্রেমীমানুষ। থিয়েটার তার জীবন, তার সর্বস্ব। থিয়েটারের জন্য তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। নাটকের প্রথমে তাকে দেখা যায় মদ্যপানে বেসামাল অবস্থায় এবং ম্যাথোরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে। সেখানেও তার আলোচ্য প্রসঙ্গ থিয়েটার। ম্যাথরকে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

"আমার নাম বেণীমাধব চাটুজ্যে ওরফে কাপ্তেন বাবু, আমি বাংলার গ্যারিক..."

শুধু এইটুকুই নয়, তিনি সর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন—

"আমার জাত হচ্ছে থিয়েটার ওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই।"

এখেন বেনীমাধব পালাদের গড়েছেন, গড়েছেন ময়নাকে, যারা ছিল মূলত পাড়ার্গাঁয় কিংবা ভিখারী। এদের তিনি গড়ে তুলেছেন অভিনয়ের উপযোগী করে এবং মর্যাদা দিয়েছেন শিল্পীর। সাধারণ সমাজে এই সকল মানুষের কোনো কদর ছিল না, কিন্তু থিয়েটার পাগল বেনীমাধব ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের মহড়া চালিয়ে যেতেন। তাইতো তিনি বলেছেন—

"এটা থিয়েটার। রাগ, লজ্জা, ভয় তিন থাকতে নেই।"

হরবল্লভ যখন বলেছেন অনুরাধা শকুন্তলার ময়নার দ্বারা তা অভিনয় করা সম্ভব নয় তখন বেনীমাধবের উত্তর একজন যথার্থ থিয়েটার শিক্ষকের কথা মনে করিয়ে দেয়—

"বেনীমাধব চাটুজ্যে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে,
কাঠ পুত্তলিকার চক্ষু উন্মীলিত করতে পারে,
গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে।"

তার এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ মেলে ময়না চরিত্রটির বিশ্লেষণে। তিনি আত্ম বিশ্লেষণ করে বলেছেন— "বিশ বছর ধরে একনাগাড়ে অভিনয় করে বুঝলাম আমি অভিনয় করতে পারি না।" এইকথা নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে সেই যথার্থ শিল্পী, সেই যথার্থ শিক্ষক।

বস্তুত নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাট্য জীবনের প্রতিরূপে গড়ে তুলেছেন বেনীমাধব চরিত্রটি। বেনীমাধবের ছিল প্রখর ব্যক্তিত্ব, অবিচলিত শ্রদ্ধা। অভিনয়ের সময় বেনীমাধবের মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকে। 'ময়ূর বাহন' নাটকে অভিনয়ে দর্শনকালে দর্শক যখন তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করে, তখন সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেনীমাধবের স্পষ্ট জবাব—

"মেয়ে-ছেলে জানতো কারেই বিশেষপাড়া আছে,
সেথায় স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন,
এটা নাট্যমন্দির,
জলসাঘর নয়,
এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়।"

বস্তুত নাট্যকার বেনীমাধব চরিত্রটিকে হয়ত বা গিরিশচন্দ্রের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

অভিনয় শিক্ষক বেনীমাধব একনিষ্ঠ ভাবে 'The Great Bengal Opera'-র সঙ্গে জড়িত, তার কাছে প্রিয়নাথ এসেছেন নীতি ও আদর্শহীন অলীক নাট্যাভিনয়ের জগৎ ছেড়ে, দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করানোর জন্য তার বাচস্পতি এসেছেন ভদ্রলোকের পাড়া থেকে তাদের বাস ওঠানোর জন্য, কিন্তু বেনীবাবু অসহায় একমাত্র থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর নিকট তিনি নতজানু হন, সেই জন্য তাকে 'সধবার একাদশী' নাটকের বদলে 'ময়ূরবাহন' নাটক অভিনয় করতে হয়।

বেনীমাধব চরিত্রটিকে নাট্যকার বিবর্তনশীল চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। বেনীমাধব ছিলেন থিয়েটারের জন্য 'উৎসর্গীকৃত প্রাণ,' উৎকৃষ্ট নট ও অভিনয় শিক্ষকের গুণে গুণান্বিত মানুষ। আত্মসম্মানবোধী [illegible] মানসিকতার ধারক চরিত্র। এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বেনীমাধব একজন উজ্জ্বল দেশপ্রেমিক হিসাবে দর্শক এবং পাঠকের নাড়া দিয়েছেন। অতএব বেনীমাধব চরিত্রটি যে নাট্যকার উৎপল দত্তের বিপ্লবী ভাবনার মানস প্রতিনিধি এবং 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭৩) নাটকের নায়ক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

5/5

16.11.22

নামঃ ঈশিকা বাড়ুই

কলেজ রোল : 20/BAH/0159

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন : 013-1211-0038-20

বিশ্ববিদ্যালয় রোল : 202013-11-0031

সেমিস্টার : পঞ্চম

মডিউল : 2

BNG-A-CC-5-12-TH-TU

তারিখ : .11.2022

বিষয় : বেনীমাধব চরিত্র

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

বেনীমাধব চরিত্র।

বাংলা নাট্যজগতে উৎপল দত্ত একজন ব্যতিক্রমী নাট্য ব্যক্তিত্ব, বাংলার সাধারন রঙ্গালয়ের শতবর্ষে 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি রচনা করে তিনি বাংলার রঙ্গালয়ের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন, বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে Bengal Theatre -এর অবদান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ন তা স্মরন করেই তিনি 'টিনের তলোয়ার' রচনা করেন. ১৮৭৬ সাল সাম্রাজ্যবাদের এক কুখ্যাত বছর হিসেবে খ্যাত. এই বছরই বাংলা নাট্যশালায় 'নীলদর্পন' নাটক দেখে ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার Ordinance জারি করেন এবং নাট্য নিয়ন্ত্রনের নামে আইন করে নাট্যশালার কন্ঠরোধ করবার ব্যবস্থা করেন। এই অধ্যায়কেই নাট্যকার উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকটিকে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন এতে বেনীমাধব চরিত্রটি যে ভাবে ইংরেজদের সমালোচনা করেছেন তা অবিস্মরনীয়,

'টিনের তলোয়ার' নাটকে The Great Bengal opera -র কাপ্তেন বেনীমাধব থিয়েটার প্রেমী মানুষ। থিয়েটার তার জীবন তার সর্বস্ব থিয়েটারের জন্য তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই, নাটকের প্রথমে তাঁকে দেখা যায় মদ্যপানে বেসামাল অবস্থার এক মেথরের সাথে বাক্যালাপ করতে, সেখানেও তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গ থিয়েটার, মেথর কে তিনি বলেছেন —

" আমার নাম বেনীমাধব চাটুজ্জ্যে ওরফে কাপ্তেন বাবু, আমি বাংলার গ্যারিক...... "

শুধু এইটুকুই নয়, তিনি তাদের সাথে জানিয়েছেন —

" আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা,
অভিনয় বেচে খাই।"

এরেন বেনীমাধব ময়না সানদাকে গড়েছেন, গড়েছেন ময়না-কে যারা ছিল মূলত পন্যাঙ্গনা কিংবা ভিখারী, এদের তিনি গড়ে তুলেছেন অভিনয়ের উপযোগী করে এবং মর্যাদা দিয়েছেন শিল্পী.

আমীরন সমাজে এই সকল মানুষের কোন কদর ছিল না কিন্তু থিয়েটার পাগল বেনীমাধব ছেলে ছোকরাদের নিয়ে অভিনয়ের সমস্ত চালিয়ে যেতেন, তাইতো তিনি বলেছেন — "এটা থিয়েটার! রাগ-লজ্জা-ভয় তিন থাকতে নয়।" হরবল্লভ যখন বলেছে অনুরাধার মতো পার্ট, ময়নার দ্বারা তা অভিনয় করা সম্ভব নয়, তখন বেনীমাধবের উত্তর একজন যথার্থ থিয়েটার শিক্ষকের কথা মনে করিয়ে দেয় —

> "বেনীমাধব চাইছে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কাষ্ঠ পুত্তলিকার চক্ষু উন্মিলিত করতে পারে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বলতে পারে।"

তার অবস্থা যে সত্য তার প্রমাণ মেলে ময়না চরিত্র-বিশ্লেষণে, তিনি আত্মবিশ্লেষণ করে বলেছেন—

> "বিশ বছর একাধিক ক্রমে অভিনয় করে বুঝলাম আমি অভিনয় করতে পারি না।"

এই কথা যে নিষ্ক্রিয় বলতে পারে সে যথার্থ শিল্পী ও যথার্থ শিক্ষক।

বস্তুত নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাট্য জীবনের প্রতিরূপ-তা যেন তুলেছেন বেনীমাধব চরিত্রে, বেনীমাধবই ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব, অবিচলিত শ্রদ্ধা, অভিনয়ের সময় বেনীবাবুর মেজাজ নিপুণ থাকে, 'ময়ূরবাহন' নাটক অভিনয় দর্শন কালে দর্শক যখন তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করে তখন সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেনীমাধবের স্পষ্ট জবাব —

> "মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেখানে খদ্দেরকে যাপন করতে পারেন, এটা নাট্য মন্দির, জলসাঘর নয়, এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়।"

অভিনয় শিক্ষক বেনীমাধব একনিষ্ঠ ভাব The Great Bengal Opera-র সঙ্গে জড়িত। তাঁর কাছে প্রিয়নাথ এসেছেন নীতি ও আদর্শহীন অলীক নাট্যাভিনয়ের জঞ্জাল ছেড়ে, দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করানোর জন্য। তার বাক্যপতি

এসেছেন ভদ্রলোকের পাড়া থেকে তাদের বাসা ওঠানোর জন্য কিন্তু বেনীমাধব বাবু অনড়, একমাত্র থিয়েটার মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ এর নিকট তিনি নতজানু হন, আর সেই কারণেই তাঁকে 'সধবার একাদশী' নাটকের বদলে 'ময়ূরবাহন' নাটক অভিনয় করতে হয়,

বেনীমাধব চরিত্রটিকে নাটকের বিবর্তনশীল চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, বেনীমাধব ছিলেন থিয়েটারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, উৎকৃষ্ট নট ও অভিনয় শিক্ষকের গুণে গুণান্বিত মানুষ, আত্মসম্মানবোধ ও লড়াকু মানসিকতার নায়ক চরিত্র। এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বেনীমাধব একজন উজ্জ্বল দেশপ্রেমিক হিসাবে দর্শক ও পাঠককে নাড়া দিয়েছে, অতএব বেনীমাধব চরিত্রটি যে নাট্যকার উৎপল দত্তের বিপ্লবী ভাবনার মানস প্রতিনিধি এবং 'টিনের তলোয়ার' নাটকের নায়ক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

———o———

5/5

16.11.22

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস

কলেজ

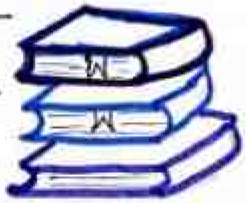

নাম : শ্রেষ্ঠা ঘোষ

মহাবিদ্যালয় নং : 20/BAH/0163

বিশ্ববিদ্যালয় নং : 202013-11-0065

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নং : 013-1211-0083-20

বিষয় : বেণীমাধব চরিত্র

সিসি : ১২ মডিউল : ২

সেমেস্টার : ৫

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

"বেণীমাধব চাটুজ্জ্যের চরিত্র"

'টিনের তলোয়ার' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেণীমাধব চাটুজ্জ্যে। তিনি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক। বেণীমাধব 'কাপ্তেন বাবু' নামে পরিচিত। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির যাবতীয় স্ববিরোধ, আবেগ-বিক্ষোভ, অভিমান, দ্বেষ-প্রেম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উন্মোচিত করেছেন সে যুগের নাট্যকর্মীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের কালগত প্রেক্ষাপট ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। সময়টা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের সময়।

নাটকের সূচনাতেই দেখা যায় বেণীমাধব মদ্যপ অবস্থায় নাটকের বিজ্ঞাপন লেখানোর কাজে যুক্ত। অর্থাৎ, তিনি শুধু নট ও নির্দেশক নন, নাটকের প্রচার এর দিকেরও তত্ত্বাবধায়ক, মথুরকে বেণীমাধব জানায় যে, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা তাঁকে 'বাংলার গ্যারিক' অভিধায় সম্মানিত করেছে। এই পরিচয়ে তাঁর গর্ব। থিয়েটারই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, অর্থাৎ হাতে বন্ধন হলেও আসলে তিনি থিয়েটার-ওয়ালা।... তেমন আলোড়িত করতে পারে না। বরং বেণীমাধবকে আত্মপ্রতিভার গৌরব ঘোষণাতেই ব্যস্ত হয় — "আমার নিমচাঁদ তো দেখোনি। ভারিশ খোপের মধ্যে আছে অমন নিমচাঁদ করে?" জানা যায়, গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভিনেত্রী মানদাসুন্দরীকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, যে মানদাসুন্দরী বেণীমাধবের হাতেই অভিনয় শিক্ষা করেছিলেন। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বেণীমাধব-এর হাতেই অভিনয় শিক্ষা নিয়েও অনুগত থাকতে হয় স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণও দাঁর, এ বিষয় তীব্র ক্ষোভ গোপন থাকে না। — "ব্যাটার কে আমার গোমাংস ..., যে শালা হলো স্বত্বাধিকারী, আর আমি বাংলার গ্যারিক ঐ কোন মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে ডালবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।"

নাট্যনির্দেশক হিসাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভাটি স্পষ্ট হয় নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য-এ। প্রথম দৃশ্যে ময়নার গান শুনেই তার মধ্যে অভিনেত্রীর সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দৃশ্যে সেই ময়নাকে নিয়ে শুরু করেছিলেন অভিনয়শিক্ষার কঠিন সাধনা। অভাবিতপূর্ব

উচ্চারণদোষযুক্ত ময়নাকে তিনি গড়ে তুলেছেন তিলোত্তমারূপে, সবাই
এই মেয়েটিকে নিয়ে হতাশ হলেও বেনীমাধবের চোখে এক অন্য ব্যক্তিত্বে
— "বেনীমাধব চাটুজ্জ্য পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে, কাঠপুতুলির চক্ষু
উন্মীলন করে দিতে পারে, মাটি পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে।"
নিজেকে বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মা বা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সাথে তুলনা করে
তিনি বলেন — "আমি স্রষ্টা। আমি ভাল ভাল মাটি দিয়ে জীবন্ত
প্রতিমা গড়ি, আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান।..."

এই নাট্যশালা থিয়েটারওয়ালাটিকে তাঁর প্রতিভা
বিকাশে অনেকগুলি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। প্রথমত,
সমাজের রক্ষণশীল অংশ পতিতাপল্লীর মেয়েদের নিয়ে নাট্যচর্চাকে
সমাজবুদ্ধির পক্ষে রক্ষণশীল অপরাধকর বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত,
সমাজের নিম্নতম বর্গের মানুষ-মজুর এক পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবিত
জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনার অধিকারী
প্রিয়নাথও বেনীমাধবের নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মজুরের কাছে বেনীমাধব
এর নাট্যচর্চা মূল্যহীন, কেননা এই নাটকের মধ্যে তাদের মতো নিম্নবর্গের
মানুষের জীবনের কোনো প্রতিফলন সংযোগ নেই। এই দ্বিমুখী বিরূপতা
আমাদের বেনীমাধবের মধ্যে এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।
সেই কৈফিয়তের পিছনে আড়ালে আছে বেনীর নাট্য
আবার তৃতীয় প্রতিবন্ধকতাটি। সেটি হল গ্রেট বেঙ্গল অপেরার
স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁ। 'সধবার একাদশী' তাঁর কাছে অশ্লীল।
আবার, 'পলাশীর যুদ্ধ' বা 'তিতুমীর' নাটকেও ব্রিটিশ-বিরোধিতার
জন্য তিনি করতে দিতে চান না, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী না হলেই থিয়েটার
বন্ধ হবার হুমকি দেন। এই দাসত্ব ও অধীনতার অনুভব করেন
বেনীমাধব চাটুজ্জ্যে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে
চান বেনীমাধব। বীরকৃষ্ণের ব্যভিচারী নজর নতুন অভিনেত্রী
ময়নাকে অধিকার করার লালসায় বেনীমাধবকে মুক্তি দিতে রাজি
হয়ে যায়। তিনি গ্রেট বেঙ্গল অপেরাকে নতুন থিয়েটার ঘর গড়ে
দিতে এবং স্বত্বাধিকারিত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু নাট্যকার বড় মুন্সিয়ানা
-র সঙ্গে কথোপকথনে বেনীমাধবের অন্তরের রক্তক্ষরণকেও
দেখিয়েছেন আমাদের। বেনীমাধবের মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তি,
বীরকৃষ্ণের দাসত্ব থেকে মুক্তি।

বাস্তবে প্রিয়নাথকে ব্যঙ্গ ও অস্বীকার করলেও
তার অবচেতনে প্রিয়নাথের উদ্দীপনাসঞ্চারী দেশাত্মচেতনার ক্রিয়া করেছে।

ইংরেজ সরকার বাংলা থিয়েটারের বিদ্রোহমূলক নাটকের 'টিনের তলোয়ার'-এ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করে। গ্রেট ন্যাশনাল-এর নট-নির্দেশকের গ্রেপ্তার করে। প্রিয়নাথের লেখা নাটক 'তিতুমীর'-এর সংলাপে অত্যন্ত দেশপ্রেম ও ব্রিটিশের প্রতি তীব্র ঘৃণা যুগপৎ অভিব্যক্ত — "সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি..."

অর্থাৎ বেনীমাধব চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতকর্মীর স্ববিরোধিতা ও আত্মদ্বন্দ্বের সত্যনিষ্ঠ আত্মার যন্ত্রণাটিকে স্পষ্ট করেছেন উৎপল দত্ত। বেনীমাধব ও নাটকে বহুদূর পর্যন্ত প্রতিবাদহীন ও আপোষকামী।

সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত এই নাটকে নাট্যকার অসামান্য প্রণাম জানিয়েছেন উনিশ শতকের অনেক দশকের সেই নাট্যকর্মীদের, যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলার নাট্য সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন — "বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে — যাঁহারা কূপমণ্ডূক সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজ যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা, যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-চেতনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্ত।" 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বেনীমাধব চাটুজ্জে নাট্যকারের কল্পিত চরিত্র হলেও আসলে সে যুগের সেই প্রণম্য নাট্যকর্মীদেরই প্রতিভূ।

4½/5

16. 11. 22.

নাম- সুচেতনা সেনগুপ্ত

কলেজ রোল- 20/BAH/0173

বিশ্ববিদ্যালয় রোল- 202013-11-0157

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন- 013-1211-0313-20

শিক্ষিকার নাম- ডঃ রাখী মিত্র

সেমেস্টার-5

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

বেণীমাধব চরিত্র

গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাপ্তেন বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় (বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক হিসেবে নাটকে পরিচিত) এই নাটকের প্রধান চরিত্র। উনিশ শতকীয় সমাজে যে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নেতৃত্বে বাংলা থিয়েটারের বিজয় পতাকা উত্থিত হয়েছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন বেণীমাধব। ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অসফল্যের দোলাচল, সৃজনের আনন্দ একইসঙ্গে কাজ করেছে। এই আপাতদ্বন্দ্বের আপেক্ষিকতায় কখনো তিনি পরাজিত কখনো স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী। রামমোহন রায়, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের চিন্তাভাবনা অনুসরণে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের উপযুক্ত উত্তরসূরী। সমস্যাতে দ্বিধাগ্রস্থ, মানসিক দুর্বলতায় ক্রোধান্দ ,সৃষ্টির নেশায়- প্রতিবাদী মননে অগ্রণী এইভাবে হয়ে উঠেছে নাটকের প্রোটাগনিস্ট ক্যারেক্টার।

সমগ্র পাঠে আমরা যেভাবে তাঁকে দেখি তাতে তার নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করা যায় না অনুমান করা যায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। জীবনযাপনে একটু বেহিসেবী প্রথম দৃশ্যেই আমরা তাকে মদের ঘোরে বেসামাল দেখি। আবার নটোবর তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি ভৎসনা করেন। জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক এমনটা বোঝা যায় যখন মেথর মধুরকে নাটক নিয়ে জ্ঞান দিতে তিনি কারপণ্য করেননা।

মদ্যপানের দ্বারা তাঁর জীবন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত, ফলে আমরা দেখি তিনি বেলা অবধি ঘুমান মাঝেমধ্যে অত্যাচারে পাড়াপড়শিদের উত্যক্ত করেন মহলা কক্ষেও মাঝে মধ্যে মদ্যপান করেন, বিস্তর দেনা রয়েছে তাঁর ফলে পাওনাদাররা থিয়েটারে এসে চড়াও হয়। তবে এতদসত্ত্বেও তাঁর অভিনয়ে এসবের বিন্দুমাত্র ছাপ দেখা যায় না, অনায়াসে তিনি একদমই মেঘনাদবধ অভিনয় করেন, ময়ূর বাহন নাটকে বিক্রমদেবের সংলাপ উচ্চারণ করেন, গৈরিশ ছন্দের সংলাপ বলেন। যেন প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' গল্পের নায়কের মত বলে ওঠেন "নেশায় শরীরের শক্তি যায়, গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে যায় না।"

বেনীমাধব থিয়েটারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ তাঁর ধর্ম-কর্ম থিয়েটারই। পারিবারিক বন্ধন মুক্ত বেনীমাধব থিয়েটারে নট-নটী-বারাঙ্গনা দের সঙ্গে একত্রে মিশে যেভাবে বাস করেন তাতে মনে হয় তিনি স্বেচ্ছায় পরিবার ত্যাগ করেছেন বা পরিবার বহিষ্কৃত বরং বলা ভালো এই থিয়েটারই তার পরিবার। বাজারের সবজিওয়ালি ময়নাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে ঘষে-মেজে 'শঙ্করী' তৈরি করেন এমন জহুরীর চোখ তাঁর। গ্রেট বেঙ্গল এর কনিষ্ঠা সদস্যা হয়ে ওঠে ময়না, বেণীমাধব কে 'বাবা' ও বসুন্ধরা কে 'মা' বলে ডাকে সে। বেনীমাধবের চরিত্রের অনেকগুলো shades আমরা পাই, যার মধ্যে তার নাটক সম্পর্কে আত্মজ্ঞান ও গরিমা প্রবল, আপন আত্মপরিচয় তিনি জানান তিনি ব্রাহ্মণ নন থিয়েটারওয়ালা। তবে নাট্যকলার নন্দনতত্ত্ব বা সমাজ রাজনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট উদাসীন, তাই প্রিয়নাথের মতো আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক তাকে 'reformed' করতে চাইলে বেনীমাধবের মনে প্রশ্ন জাগে। প্রিয়নাথ ও বেণীমাধবের বিতর্ক আমাদের বাংলা থিয়েটারের 'ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার' দ্বন্দ্বের সামনে নিয়ে যায় প্রিয়নাথ তাকে জিজ্ঞাসা করেন "তবে অভিনয় করেন কেন?" বেনীমাধব উত্তর দেন লোকে তাকে বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক বলে মেনে নিয়েছে তাই জনগণকে নিরাশ না করতে তিনি অভিনয় করেন নইলে তিনি তেমন ভালো অভিনয় করতে জানেন না। বেণীমাধবের এহেন স্পষ্টবাদিতায় প্রিয়নাথ অবাক হয়ে যায়।

বেণীমাধব চরিত্রের আরেকটি দিক হলো তার নাট্যশিক্ষা দানের দিক তিনি বলেছেন "আমি শিক্ষক, আমি স্রষ্টা, আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি....।" তাই পথের ময়না অভিনেত্রী শঙ্করীতে পরিণত হয়। যে ময়না 'শ' কে 'স' বলত, সেই যখন ময়ূর বাহন নাটকে অনুরাধার পার্টে বলে ওঠে –

"শোভা দেখ ধরে না ধরায়-

উষা হাসে শুনিল আকাশে

সরোবরে হাসিছে নলিনী।"

পেক্ষাগৃহে দর্শকরা করতালি দিয়ে শঙ্করী কে অভিনন্দিত করে, আমরা অভিনন্দন জানাই বেণীমাধব চাটুজ্যে। প্রমাণ করেন নাট্যশিক্ষক হিসেবে নিজের দক্ষতা।

মানুষ হিসাবে কেমন বেনীমাধব? আপাত দৃষ্টিতে একজন উচ্ছৃঙ্খল, খামখেয়ালি, কটুভাষী অভিনেতা। কিন্তু সম্পূর্ণ নাটক পাঠের পর তাঁর চরিত্রাভ্যন্তরে নাটকের প্রতি, মানুষের প্রতি, শিল্পের প্রতি, সহকর্মীদের প্রতি, দেশ-সমাজের প্রতি, দায়বদ্ধতার এক অদৃশ্য বহতা ফল্গুস্রোত আবিষ্কার করা যায়। মেথর মথুর কে কাছ থেকে তিনি বোঝেন, তাঁর নাট্য ভাবনা নিম্ন শ্রেণিকে স্পর্শ করে না। প্রিয়নাথের নাট্য জ্ঞান-ভাবনা তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি চান না তার দীনতা প্রকাশ করতে। থিয়েটার তাঁর জীবন বলেই সেই থিয়েটার কে বাঁচাতে তিনি এমন নাটক বাছেন যা তুলনামূলক তাঁর নাট্যভাবনার কাছে সস্তা গোছের ব্রিটিশ বিরোধী নাটকে তাঁর ভয় তাই বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর কথা মতো ময়নাকে সে রক্ষিতা করতেও রাজি হয়ে যায়।

$4\frac{1}{2}$/5

16.11.22

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ
বাংলা প্রকল্প

নাম ⇒ অস্মিতা খাতুন।

কলেজ রোল নাম্বার ⇒ 20/BAH/0203.

CU রোল নাম্বার ⇒ ২০২০১৩-১১-০০৭৪.

CU রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ⇒ ০১৩-১২১১-০০৯২-২০.

সেমিস্টার ⇒ ৬(২০২২).

CC ⇒ ১২.

মডিউল ⇒ ২.

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

টিনের তলোয়ারে বেণীমাধবের চরিত্র

টিনের তলোয়ার নাটকটি রচনাকাল ১৯৭০ সাল। কিন্তু এই নাটকের সময়কাল ১৮৭৬। সে বছর ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে অর্থাৎ নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা নাটক ও নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত তার টিনের তলোয়ার নাটকে বলেছেন মূলত নাট্যশালার এই নাটকটি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত ব্রিটিশ শাসক নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে বাংলার প্রগতিশীল নাটকের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন যারা পশুশক্তির বাদিত মুখমণ্ডলের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নেড়ে পরাধীন জাতির হৃদয়ের বেদনাকে দিয়েছিল বিদ্রোহের স্ফূর্তি, তাঁদের অন্যতম প্রতিনিধি স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য চরিত্র বেণীমাধবের মাধ্যমে।

বেণীমাধব চরিত্রটি 'টিনের তলোয়ার' নাটকে একাধারে বক্তা, অভিনেতা, নাট্য-প্রযোজক The Great Bengal opera-র এক কাপ্তেন বাবু, একাধারে তাকে নায়ক মর্যাদায় বিভূষিত করা যেতে পারে।

নাটকের শুরুতে দেখা যায় ভোরবেলায় নটবর নামের এক শীর্ণ যুবককে নিয়ে বেণীমাধব শহরের দেওয়াল থিয়েটারের পোস্টার আঁটায় ব্যস্ত। তখন সে মদের নেশায় বেসামাল। এমন সময় এক মেথর ম্যানহোল থেকে ময়লা তুলে ওপরে ফেলছে। সেই ময়লা বেণীমাধবের গায়েও লেগে যায়। কিন্তু তাতে ক্রুদ্ধ হয় না সে। মেথরের সঙ্গে বেশী আলাপ শুরু করে থিয়েটারের প্রসঙ্গ নিয়ে। মেথর থিয়েটার দেখেনি। সে মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের নামও শোনেনি। তবুও বেণীমাধব নিজের প্রশংসার মাধ্যমে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে বলেন - সে বাংলার গ্যারিক, ইন্ডিয়া মিরর পত্রিকা তার নাটক দেখে তাকে এই আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু যখনই মেথর বোঝে, বেণী জাতে চাটুজ্যে ও ব্রাহ্মণ, কিন্তু গায়ে ময়লা পড়ায় সে কোনো মন্দ রাগ করেনি সেই দিক থেকে তার জীবনে মানবতার এক অতুলনীয় দিক ফুটে ওঠে।

মেথরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেণীমাধবের নাটের আগে সেখানে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন সে বিষয়েও তিনি আলাপচারিতা বা বলতে দেখেছি অভিনেতা বেণীমাধবকে। তিনি থিয়েটারে আসার আগে যাত্রায় অভিনয় করত। শ্যামবাজারের চক্রবর্তীবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালায় অভিনয়ে তার ছিল কোটালের ভূমিকায়। বেণীমাধব বলতে চায়, সে

স্বাধীন নয় থিয়েটারওয়ালা। অভিনয় যেন আত্মা তার পেশা, তার জন্য তার আত্মত্যাগের শেষ নেই।

বেণীমাধব তার থিয়েটারের অভিনেত্রী অর্থাৎ নারী চরিত্রগুলিকে বেশ্যা পল্লি থেকে খুঁজে আনতেন। বেণীমাধব মনে করতেন- এইসব মেয়েরা কাদার তাল বা পাথরের চাংড়া। ঐ কাদার তাল থেকে সে গড়ে তোলে থিয়েটারের নায়িকা। এইরকমই তাঁর তৈরী একটি অভিনেত্রীর নাম হল মানদা সুন্দরী। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, সেই মানদা সুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারের কর্তারা।

বেণীমাধব পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সমাজের চোখে বেণীমাধব নিরক্ষর থাকলেও, নিজ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বলে তিনি পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত গুণীদের থেকেও এক-কদম এগিয়ে ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় - নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিক বেণীর 'সধবার একাদশী'র নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে বেণীকে জিজ্ঞাসা করে - "আচ্ছা আপনি বললেন ইংরেজি জানেন না, তাহলে নিমচাঁদ করেন কী করে? সেটাতে তো ইংরিজির তুবড়ি ছোটে।" উত্তরে বেণী বলে - ইংরেজির উচ্চারণ সে নিখুঁতভাবে করলেও সেই ইংরেজির অর্থ তার জানা নেই। অন্যদিকে মদ্যপানে বেণীর পুরো আসক্তি। সে প্রায় সময়ই প্রায়ই নেশার ঝোঁকে থাকে কিন্তু তাতে থিয়েটার পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হয় না। সে থিয়েটারের ক্যাপ্টেন এবং নট ও নাট্য শিক্ষক, থিয়েটারের অবস্থান ব্যাপারে তাঁর নজর তীক্ষ্ণ।

বেণীমাধবের কৃতজ্ঞতার স্বরূপ দেখা যায় থিয়েটারের মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁর কাছে। বেণীমাধব নতজানু হয়, কারণ বীরেন্দ্রবাবু যদি থিয়েটার তুলে দেয়, তবে থিয়েটার-ওয়ালার জীবন বিপন্ন হবে। থিয়েটার চললে, ভালো টিকিট বিক্রি হলে, থিয়েটারে কর্মীদের পকেটে টাকা আসবে। তবেই থিয়েটার চলবে। তাই স্রোতে গা মিলিয়ে চলার জন্য বেণী তেমনতর নাটক বাছে, যাতে আছে মেলোড্রামা, নাচ-গানের বাড়াবাড়ি। তার সঙ্গে ইংরেজি বিরোধিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রয়াস যেমন নাটকে থাকবে সেইসব নাটকে ও বেণীমাধবের খুব পছন্দ। বেণীমাধব দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধক কাহিনি থাকবে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হবে। সেইসব নাটকের দিকে বেণীমাধব ফিরেও তাকায় না।

নতুন নাট্যকারের অভিজ্ঞতার পর নাটক লেখেন 'পলাশীর যুদ্ধ', নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিক। বেণী সেই নাটক মনোনীত করেনি। নাট্যকার আবার লেখেন 'তিতুমীর'। এই নাটক বেণীর পছন্দ হয়। তিতুমীরের ভূমিকা নেয় তিনি নিজেই। বাদ সাধে থিয়েটার মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ। অবশেষে তিতুমীরের পরিবর্তে অভিনয় হয় - 'সধবার একাদশী'। বেণীর মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে আছে দেশপ্রেমের বীজ।

আসলে বাইরে থেকে বেনীকে দেখে মনে হয় সে একজন নিরীহ, মদ্যপ, কিন্তু অন্তরে সে একজন মহান দেশপ্রেমী।

বেনীমাধবের স্বার্থপরতার দিকও প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যায় ময়না এবং ও ময়নারকেন আকৃষ্ট হতে দেখতে একে অপরের দিকে ময়না হল একটি রাস্তার মেয়ে ছিলেন. আলু বেগুন বেচে তার দিন চলত। কিন্তু তার গানের গলা ছিল চমৎকার. একদিন শেষ রাতে কলকাতার রাস্তায় পোস্টার সাঁটতে গিয়ে অকস্মাৎ এক অচেনা মেয়ের গলায় গান শুনে মুগ্ধ হয়, সেই মেয়েটির নাম ময়না। থিয়েটারে নায়িকা হতে পারবে বলে বেনী তাকে থিয়েটারে নিয়ে আসে। ময়নাকে খেটে খুটে শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা অভিনেত্রীতে পরিণত করে তোলে। ময়নার রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ. সে বেনীমাধবকে প্রস্তাব দেয়, শ্যামবাজারে তার প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে মালিক করে দেবে বেনীমাধবকে. বেনী এ প্রস্তাবে রাজি হয়. থিয়েটারের নট নটীরা বিশেষ করে বসুন্ধরা এবং নাট্যকার প্রিয়নাথ এর প্রত্যাখ্যান করার কথা বলে। কিন্তু বেনী দেখছে ময়না প্রিয়নাথের প্রেমে আকৃষ্ট হচ্ছে. তখন বেনী ভাবে যদি ময়না প্রিয়নাথের সঙ্গে নিজের জীবন মেলায়, তখন বেনী আর্থিক দুর্যোগে পড়বে, কারণ প্রিয়নাথ জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে কাস্টমসের সামান্য-কেরানীর চাকরি, এই চাকরির তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই বদলে ময়না বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁর স্নেহাশ্রয়ে থাকলে ময়নাও যেমন স্বচ্ছলতার মুখ দেখবে তেমনি বেনীমাধবও একটি থিয়েটারের মালিক হবে। ময়না অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয় বেনীর নিজস্বার্থের এই ব্যবস্থা.

সর্বোপরি, নাটকের অন্তিম লগ্নে দেখা যায়- বীরেন্দ্রবাবুর আপত্তিতে "তিতুমীর" মঞ্চস্থ না হলেও তার প্রতি চরিত্র আসক্তি বজায় 'সধবার একাদশী' অভিনয় করতে পুলিশ অধিকার ল্যাম্বার্ট সাহেবকে দেখে বেনী তিতুমীর পার্ট বলা শুরু করে- "সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন? আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, আমরা তো ছিলাম গ্রামে গ্রামে গলাগলি করে, কিন্তু সুজান মানে প্রীতির বাহু বেঁধে বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে সুখে ছিলে. হাজার হাজার ক্রোশ দূরে থেকে এসে ঐ বুট জোড়ায় মাড়িয়ে দিলে মোদের স্বাধীনতা?" তাকে যোগ্য সহায় দিল পুলিশ অধিকার রূপী জলদ, নারী চরিত্র রূপে বসুন্ধরা, ময়না এবং কামিনী. পুলিশ অফিসার ল্যাম্বার্ট উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল- Stop this. মঞ্চে শুরু হয়ে গেল তিতুমীর রূপী বেনীর টিনের তলোয়ার - বনাম পুলিশ অফিসার রূপী জলদের Duel, ল্যাম্বার্ট মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল বেনীমাধবের

তলোয়ারের আঘাতে জলদের ভূপাতন দৃশ্য। প্রচণ্ড শক্তি তুমুল হর্ষধ্বনিতে মঞ্চ ভরিয়ে দিল। ল্যাম্বার্টের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে বেঙ্গল অপেরার সমস্ত অভিনেতার সমবেত গানে কাঁপিয়ে দিল প্রেক্ষাগৃহ - "শুন গো ভারত ভূমি। কত নিদ্রা যাবে তুমি। উঠিতে স্মরণ মোর। হইল হইল ভোর। দিনকর প্রাচীতে উদয়"। সঙ্গে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী বেণীমাধবকে কাঁধে তুলে নিল।

⊙ উপসংহার => আপাত প্রতিক্রিয়াশীল একটি চরিত্র জীবনের উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অভিনেতা রূপে। বেণীমাধব হয়ে উঠলেন কর্তব্যবোধী নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদী কন্ঠস্বর। চরিত্রটি দোষেগুণে মানব অস্তিত্বে সমুত্তীর্ণ।

$4\frac{1}{2}$/5

16.11.22

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

নাম : পিয়াসা দে

রোল নং : 20/BAH/0241

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নং : 013-1211-0086-20

বিশ্ববিদ্যালয় রোল নং : 202013-11-0068

বিষয় : বাংলা প্রজেক্ট (বেনামীবিবি চরিত্র)

CC : ১২ মডিউল : ২

সেমেস্টার : ৬ (২০২২ - ২০২৩)

শিক্ষিকার নাম : ড. রাখী মিত্র

তারিখ : ২৮.১০.২০২২

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

• টিনের তলোয়ার নাটকে বেনীমাধব চরিত্র.

টিনের তলোয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র বেনীমাধব চাটুজ্যে, তাকে নায়ক পদমর্যাদায় বিভূষিত করা যেতে পারে. নাটকের শুরুতে দেখা যায় ভোররাত্রে নটবর নামের এক শীর্ন যুবককে নিয়ে বেনীমাধব শহরের দেয়ালে থিয়েটারের পোস্টার আঁটায় ব্যস্ত, তখন সে মদের ঘোরে বেসামাল, এমন সময় এক মেথর ম্যানহোল থেকে ময়লা তুলে উপরে ফেলছে. সেই ময়লা বেনীমাধবের গায়েও লেগে যায়. কিন্তু তাতে ক্রুদ্ধ হয় না সে, মেথরের সঙ্গে বেনী আলাপ শুরু করে থিয়েটারের প্রসঙ্গে নিয়ে, মেথর থিয়েটার দেখেনি, সে মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের নামও শোনেনি, তবুও বেনীমাধব যথাচিতভাবে জানায়, সে বাংলার গ্যারিক, ইন্ডিয়া মিরর পত্রিকা তার নাটক দেখে তাকে ওই আখ্যা দিয়েছে. কিন্তু যখনই মেথর শোনে, বেনী জাতে চাটুজ্যে ব্রাহ্মন, তখন ঘৃনায় তার পায়ের কাছে সে ময়লা ফেলে. সে ময়লা বেনীর গায়ে লাগে কিন্তু তাতে বেনী রাগ করেনি, উল্টে মেথরের কাছে সে বিবৃত করে তার জীবন কাহিনি. সেই কাহিনি থেকে জানা যায়, বেনীমাধব থিয়েটারে আসার আগে যাত্রায় অভিনয় করত, শ্যামবাজারে চক্রবর্তীবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালায় অভিনয়ে তার ছিল কোটালের ভূমিকা. বেনীমাধব বলাতে চায়, সে ব্রাহ্মন নয়, থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাওয়া তার পেশা. তার জন্য তার আত্মশ্লাঘার শেষ নেই.

বেনীমাধব তার থিয়েটারের নারী অভিনেত্রী পথ থেকে বেশ্যা পল্লি থেকে খুঁজে আনে, এইসব মেয়েরা কাদার তাল বা

পাথরের চাংড়া, ওই কাদার জল থেকে সে গাড়ে তোলে থিয়েটারের নায়িকা, এইরকম অভিনেত্রীর নাম মানদা সুন্দরী, কিন্তু দুর্ভাগ্য বেনীর, সেই মানদা সুন্দরীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের কর্তারা, বেনীমাধবকে এমন সব পালায় অভিনয় করতে হয় যাতে ইংরেজি সংলাপ আওড়াতে হয়, কিন্তু সে নিরক্ষর, ইংরেজি সংলাপ ঠিকভাবে উচ্চারনের জন্য সে জানবাজারের কোয়েল শো নামের এক ফিরিঙ্গির কাছে যায়, তার ফলে বেনীর ইংরেজির উচ্চারন খুব নিখুঁত, নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিক বেনীর 'সধবার একাদশীর নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে বেনীকে জিজ্ঞাসা করে -"আচ্ছা আপনি বলে ইংরেজি জানেন না, তাহলে নিমচাঁদ করলেন কী করে? সেটাতো ইংরিজির তুবড়ি ছোটে।" উত্তরে বেনী বলে - ইংরেজির উচ্চারন সে নিখুঁতভাবে করলেও সেই ইংরেজির অর্থ তার জানা নেই, এদিকে মদ্যপানে বেনীর বড়ো আকর্ষন, সে সব সময়ই প্রায়ই নেশার ঝোঁকে থাকে, কিন্তু তাতে থিয়েটার পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হয় না, সে থিয়েটারের ক্যাপ্টেন এবং নট ও নাট্য শিক্ষক, থিয়েটারের সর্বাঙ্গীন ব্যাপারে বেনীর নজর তীক্ষ্ণ, সারারাত অভিনয়ের পর বেনী মদ্যপান করে এবং সকালে দেরি করে তার ঘুম ভাঙে,

থিয়েটারের মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দার কাছে বেনীমাধব নতজানু হয়ে থাকে, কারন বীরেন্দ্রবাবু যদি থিয়েটার তুলে দেয়, তবে থিয়েটারওয়ালার জীবন বিপন্ন হবে, থিয়েটার চললে, ভালো টিকিট বিক্রি হলে, থিয়েটার কর্মীদের পকেটে টাকা আসবে, তবেই থিয়েটার চলবে, সেইজন্য বেনীমাধব এমনসব নাটক বাছে,

যাতে আছে রোমান্স, নাচ গানের বাড়াবাড়ি, তার সঙ্গে ইংরেজি বিরোধিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রমাণ যেসব নাটকে থাকবে সেইসব নাটকও বেণীমাধবের খুব পছন্দ, ফলে দি গ্রেট বেঙ্গলে অভিনীত দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' বা 'অমনুর বাহন' নাটক যেসব নাটকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধক কাহিনি থাকবে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হবে, সেইসব নাটকের দিকে বেণীমাধব ফিরেও তাকায় না, আবির্ভাব হয় নতুন নাট্যকারের, নাটক লেখেন 'পলাশীর যুদ্ধ', নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিক, বেণীমাধব সেই নাটকে মনোনীত করেনি, নাট্যকার আবার একখানি নাটক লিখে জমা দেন নাম 'তিতুমীর', এ নাটক বেণীর পছন্দ হয়, তিতুমীরের ভূমিকা নেয় সে নিজেই, বাদ সাধে থিয়েটার মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ, অবশেষে 'তিতুমী'রের পরিবর্তে অভিনয় হয় - "সধবার একাদশী", বেণীর মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে থাকে দেশপ্রেমের বীজ, আসলে বাইরে থেকে বেণীকে দেখে মনে হয় সে একজন নিরীহ মদ্যপ কিন্তু অন্তরে সে একজন মহান দেশপ্রেমী,

থিয়েটারে দেশপ্রেমের নাটক অভিনীত হলে ইংরেজরা থিয়েটার উঠিয়ে দেবে, বেণীমাধব দেশপ্রেমী হলেও এইসব হঠকারী ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার এই হঠকারী কাজ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে, ফলে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারি হয়েছে, ফলে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেণীমাধব তার হাতে গড়ে ওঠা নটী ময়না পর্যন্ত থিয়েটারের মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দার হাতে তুলে দিয়েছে, ময়না রাস্তার মেয়ে, আলু বেগুন বেচে তার দিন চলত কিন্তু তার গানের গলা চমৎকার, একদিন ভোররাতে কলকাতার রাস্তায় পোস্টার আঁটার সময় অকস্মাৎ মেয়েটির গলা পেয়ে মুগ্ধ হয় সেই হল ময়না, তাকে থিয়েটারে নায়িকা করা হবে এই কথা দিয়ে তাকে থিয়েটারে নিয়ে আসে,

তাকে সে নিজে হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা অভিনেত্রীতে পরিণত করে, ময়নার রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ. সে বেলীমাধবকে প্রস্তাব দেয়. শ্যামবাজারে তার প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে মালিক করে দেবে বেলীমাধবকে, বেলী এ প্রস্তাবে রাজি হয়, থিয়েটারের নটনটীরা বিশেষ করে বসুন্ধরা এবং নাট্যকার প্রিয়নাথ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা বলে, প্রিয়নাথ ও ময়না এক অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে. কিন্তু বেলী দেখেছে ময়না প্রিয়নাথের জীবনের সঙ্গে জীবন মেলালে, সে আর্থিক দুর্গতিতে পড়বে, কারন প্রিয়নাথ জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে অস্থায়ী রচনা-বেতনের চাকরি, এই চাকরির যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই. তার বদলে ময়না বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁর স্নেহাশ্রয়ে থাকলে ময়নাও যেমন স্বচ্ছলতার মুখ দেখবে তেমনি বেলীমাধবও একটি থিয়েটারের মালিক হবে. ময়না অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয় এই ব্যবস্থা,

সর্বোপরি, নাটকের অন্তিম পর্বে দেখা যায়- বীরেন্দ্রবাবুর উপস্থিতিতে 'তিতুমীর' মঞ্চস্থ না হলেও তার প্রতি গভীর আসক্তি থাকাতে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করতে করতে পুলিশ অফিসার ল্যাম্বার্ট সাহেবকে দেখে বেলী তিতুমিরের পার্ট বলা শুরু করে. এই পরিবর্তনে যেমন বেলীমাধব চরিত্র ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিবাদী হয়েছে, তেমনি নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর বিপ্লবী থিয়েটারের ধ্যান সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট সচেতন, যখন তখন সে মেঘনাদবধ কাব্যের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতি নাট্য ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা অটুট, রাস্তার মেথর-কে সে ঘৃণা করে না, বরেণ্য তার থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়, নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হবার পরেও বিপ্লবী থিয়েটারের

ঝুঁকি নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বিদ্বেষী তিতুমীর নাটক অভিনয় করে, ফলে পূর্বোক্ত নাট্যব্যক্তিত্বদের তালিকাভুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কাজেই বেনীমাধব যথার্থই তৎকালীন বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক,

— 0 —

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

নাম- কৃপমা দত্ত

রোল- 20/BAH/0256

CC-12, মডিউল-2

সেমিস্টার-5

বিশ্ব বিদ্যালয়ের রোল-202013-11-0037

বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন-013-1211-0046-20

তারিখ-28/10/2022

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal

Gokhale Memorial Girls' College

Under the Guidance of
Dr. Rakhi Mitra

১) 'টিনের তলোয়ার' নাটকে বেনীমাধব চরিত্র আলোচনা কর।

নাট্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চরিত্র। শেক্সপীয়রের ভাষায়- "The character is destiny, the destiny is character" চরিত্রের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার তার ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে একটি থিয়েটারের অন্দরমহলের পরিচয় দানের উদ্দেশ্য। অবশ্য বিপ্লবী থিয়েটারের আলোকে এই নাটকটি বিচার করা হবে। কিন্তু একমাত্র ঠিক যে, নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা রয়েছে।

The Great Bengal opera Company-র কাপ্তেন এবং সমস্ত নাটকের মুখ্য চরিত্র বেনীমাধব চাটুজ্যে। তাকে ঘিরেই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে এবং কাহিনী পরিণামের পথে পৌঁছেছে। শুরুতেই তাকে দেখা যায় ভোর রাতে নটবর নামের এক জীর্ণ যুবককে নিয়ে দেওয়ালে থিয়েটারের পোস্টার সাটানোর কাজে। তখন ঘোর মদ্যপ। এক মেথর সেই সময় ড্রেনহোল থেকে ময়লা তুলছিল। কিছুটা ময়লা বেনীমাধবের গায়েও লেগে যায়। কিন্তু এই ঘটনার সে রাগ করে না, বরং মেথরের সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে আলোচনা শুরু করে। অমায়িক ভাবে সে জানায় তার থিয়েটার আসার কাহিনি এবং 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার দেওয়া উপাধি বাংলার গ্যারিক। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ হলেও সে আসলে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাওয়াই তাঁর পেশা, এরজন্য তাঁর অহংকার রয়েছে। এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় বেনীমাধব ছিলেন থিয়েটার অনুষ্ঠানের অধিকারী। থিয়েটারের জন্য সে সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

থিয়েটারের জন্য প্রয়োজন অভিনেত্রী, তখনকার দিনে ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয়ে আসত না। তাই বেনীমাধবকে পতিতা পল্লী থেকে মেয়ে খুঁজে আনতে হত। তারপর বহু

মঞ্চে তাদের তিনি অভিনেত্রী বানিয়ে তুলেছেন। অনেকেই অভিনয়ে নাম করত। এরূপ একজন অভিনেত্রী ছিলেন মানদা সুন্দরী। কিন্তু Great National-এর কর্তারা তাকে নিয়ে চলে গেছেন। আর তাই বেনীমাধবের দুঃখের অন্ত নেই। নতুন করে তাকে আবার মেয়ে খুঁজতে বেরতে হবে।

বেনীমাধব (অল্প শিক্ষিত)। ইংরেজি জ্ঞান তাঁর নেই। অথচ সংলাপে ইংরেজি থাকলে তিনি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন। এর জন্য তাঁর আন্তরিক পরিশ্রমটিও লক্ষ্যণীয়। নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিক একবার অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "আচ্ছা আপনি বলেন ইংরেজি জানেন না, তাহলে নির্ভুল করেন কি করে? স্টেজে তো ইংরেজির তুবড়ি ছোটে।" বেনী জানিয়েছিলেন, তিনি যান বাজারের জনৈক ফিরিঙ্গী গোমেস চেজা-র কাছে ইংরেজি উচ্চারণের পাঠ নিতে। ইংরেজি শব্দের অর্থ তিনি জানেন না। সুতরাং অভিনয়ের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা বেনীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বেনী মদ্যপ অধিকাংশ সময় তিনি নেশার ঘোরে থাকেন। কিন্তু মদ্য পান করলেও নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। বেনী জানেন 'Great Bengal Opera'-র ক্যাপ্টেন তিনি, থিয়েটারের সকল ভালো মন্দের দায়িত্ব তাঁর। অভিনয়, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি যেমন সজাগ, তেমনি অভিনেতাদের ব্যাপারেও তিনি সব সময় সতর্ক।

এহেন একজন গুণী ব্যক্তিকে অর্থের কাছে কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দা-র কাছে বেনী সব সময় নতজানু হয়ে থাকেন। তার কারণ বীরকৃষ্ণ যদি থিয়েটার তুলে দেন তবে বেনীমাধবের থিয়েটারওয়ালার জীবন বিপন্ন হবে। থিয়েটার অর্থাগমের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি, তিনি এমন সব নাটক করেন, যেখানে আছে রোমান্স, আছে-নাচ-

গানের ছড়াছড়ি। ইংরেজি বিরোধী জাতীয়তাবাদী কোনো নাটক তিনি সাধারণত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন না। কারণ তাতে থিয়েটার বিপন্ন হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বেনীমাধবের চরিত্রের যে দিকগুলি আলোচিত হল, তা তাঁর চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য বেনীমাধবের অন্তর্নিহিত জাতীয় চেতনাকে প্রকাশ করা এবং তাঁর বিপ্লবী রূপটিকে তুলে ধরা। থিয়েটার-র মালিক বীরকৃষ্ণর প্রতি তাঁর শ্লেষাত্মক কথাবার্তায় প্রতিপদেই তাঁর চরিত্রের প্রতিবাদের দিকটি মুখর উঠেছে। সেই তাঁর শ্লেষাত্মক কথাবার্তায় প্রতিবাদী সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত হয় Great Bengal Opera-র নতুন নবীন নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিকের আবির্ভাবে। প্রিয়নাথ একটি নতুন নাটকের খসড়া অভিনয়ের জন্য জমা দিয়েছে। নাটকটির নাম 'পলাশীর যুদ্ধ'। কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রকাশক কোনো নাটকের কোনো মূল্য বেনীমাধবের কাছে নেই। তাই পলাশীর যুদ্ধ নাটকের পাতাগুলি মহড়া ঘরে ধুলোয় লুটোপুটি খায়। প্রিয়নাথ এর জন্য রাগ করলেও আবার নতুন নাটক লিখে আনে – 'তিতুমীর'। এ নাটক পছন্দ নয় বেনীর। একদিন নাটকের মহড়াও হয়। তিতুমীরের পরিবর্তে গ্রেট বেঙ্গলে অভিনীত হয় 'সধবার একাদশী'; থিয়েটারের স্বার্থে, ব্যবসার স্বার্থে বেনী অস্বীকার করতে পারেননি বীরকৃষ্ণের বক্তব্যকে। কিন্তু তাঁর মনে নিহিত আছে দেশপ্রেমের বীজ। বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে মনে হবে একজন নিরীহ মদ্যপ, মালিকের তোষামদ করে বেঁচে থাকা এক সাধারণ কাপ্তেন, কিন্তু এ হল বেনীর বাইরের রূপ। অন্তরের দিক থেকে সে দেশপ্রেমিক, প্রতিবাদী, থিয়েটারের প্রাণের

অবিবাহী এক মানুষ। দেশপ্রেমিক প্রিয়নাথের সংস্পর্শে তাঁর মধ্যেও দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছে। প্রিয়নাথ বেনীকে বলেছিল- "বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের স্বর্গ প্রেমের অলীক স্বপ্ন রচনা করে চলেছেন।" বেনীমাধবও ভাবতে শুরু করেন এবার জাতীয়তাবাদী নাটক অভিনয়ের সময় এসেছে, তাই প্রিয়নাথের ভাবনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি 'তিতুমীর' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা সফল না হলেও নিমচাঁদের ভূমিকায় তিতুমীরের সংলাপ আউড়ে তিনি তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় রেখেছেন।

বস্তুত, বেনীমাধব চরিত্রটির পরিবর্তন এই নাটকের একটি উজ্জ্বল দিক। একজন সাধারণ মদ্যপ নাট্যাভিনেতা থেকে কিভাবে তিনি দেশের বৈপ্লবিক ব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ করেছেন; তাতে তাঁকে থিয়েটারের জগতে ideal character এর স্বীকৃতি দিতে হয়।

4½/5

16.11.22

নাম - দেয়া বিশ্বাস

রোল নং - 20/BAH/0282

বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা - 013-1211-0119-20

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর নির্ধারণ সংখ্যা - 202013-11-0093

সেমিস্টার - পঞ্চম

BNGA-CC-5-12-TH-TU

মডিউল - ২

প্রকল্পের বিষয় - টিনের তলোয়ার নাটক অবলম্বনে 'বেণীমাধব চরিত্র'.

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

☐ টিনের তলোয়ার নাটক অবলম্বনে বেণিমাধব চরিত্র ঃ

নাট্যসাহিত্যে বিষয়, ঘটনা, দ্বন্দ্ব, সংলাপ যেমন গুরুত্ব পায়, চরিত্রও তেমনি তার গুরুত্ব নিয়ে সদর্পে হাজির হয়। সাহিত্যকে নিয়ে অভিমুখে পৌঁছে দেয়। কখনও সেই চরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে, আবার কখনও বা গৌণ। চরিত্রই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নানা বাঁক সৃষ্টি করে, আর বাঁকের মাধ্যমে চরিত্র হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠতর। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে উৎপল দত্ত'র মধ্যাহ্ন সূর্যের নাট্য প্রতিভার চরম সাফল্য ঘটেছে। নাট্যমধ্যে তাঁর সেই সাফল্যের বীজ রোপন করে দিয়েছে নাটকের অন্যতম চরিত্র বেণিমাধব।

বেণিমাধবের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে ঘিরে। তিনি কেবল নিছক অভিনয় করতেন না, 'বেঙ্গল অপেরা'র সামগ্রিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। নাট্যমধ্যে বেণিমাধব তাঁর নিজের নাট্য বিবর্তনের প্রসঙ্গটি ময়নার কাছে তুলে ধরেছেন, তিনি প্রথমে যাত্রায় গান করতেন, পরে বেটা-ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এইভাবে ধীরে তিনি থিয়েটারওয়ালা হয়ে উঠেছেন। তার কথায় —

আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই। আমার নিমচাঁদ তো দেখেননি, গিরিশ ঘোষের সাধ্য আছে অমন নিমচাঁদ করে?

আসলে গিরিশ ঘোষের মতো অহংকারবোধ তাঁর মধ্যে- জেগে উঠেছিল। বেণিমাধবের দ্বিতীয় শক্তিশালী সৃষ্টিকর্ম হলো — বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গড়ে তোলা। ~~রাজেন্দ্রলাল~~ মিত্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্নরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে গিরিশ

চন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়, সেই ইতিহাস বেণীমাধব চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিষিদ্ধ পল্লীর ময়নাকে সফল অভিনেত্রী রূপে গ্রহণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখালেন। বেণীমাধব রক্ষণশীলতার মধ্যে থেকে বসুন্ধরা নাম তুলেছিলেন। এই বসুন্ধরা আসলে ছিল সোনা-গাছি অঞ্চলের পতিতা। পরে এই নারী অভিনেত্রীই বেঙ্গল অপেরাকে নিজের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিল। এ হল বেণীমাধবের কিস্সা, থিয়েটারকে মনিবের মতো ভালোবাসার কিস্সা। তাই যখন বেণীমাধব প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক নাটকের মধ্যে মগ্ন হয়ে ওঠেন তখন বসুন্ধরা হয়ে ওঠে তাঁর বিবেক। বেণীমাধবের ধীরে ধীরে 'টিনের তলোয়ার' নাটকেই সে অনুযায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেতনা প্রবৃত্তি দীর্ঘসময় সক্রিয় ছিল। নিজের ইচ্ছাতেই বেণীমাধব হয়ে উঠলেন প্রগতিশীল নাটকের প্রয়োগ কর্তা।

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের বয়স নির্ধারণ করা বড়ো কঠিন। তবে নাট্যকারের কথাবার্তায় তার বয়স ও জীবনযা-পনে তিনি দীর্ঘ বেহিসেবি, মদ মাতাল হলেও তিনি ভালো-ভালোবাসেন কিন্তু থিয়েটারকে প্রাণ দিয়ে আরেও ভালো-বাসেন। থিয়েটারই তার ধর্ম তার কর্ম। অন্যদিকেই উদীয়মান নবীন যুগের অভিনেতার জীবনযাপনের সাথে বেণীমাধবের জীবন প্রণালী মেলে না, তবে তার অভিনয় যে, ওস্তাদ প্রয়োগ অভিনেতাই মধুসূদন বা গিরিশচন্দ্রের আমলে। প্রথম দৃশ্যে লক্ষ্য করা যায় বেণীমাধব মদের জোরে বেসামাল কিন্তু নটবর তাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তাকে ভর্ৎসনা করেন। বেণীমাধব তাকে মাতাল আসলে ঠিক, মদের নেশায় মাতলামি করলেও মেথর মথুরকে ভর্ৎসনা করাত বিশুদ্ধ নাট্যজ্ঞান দিতে কার্পণ্য

করেননি। দীর্ঘ নিষ্ক্রিয় যাপনের ফলে পরদিন মহলা কক্ষে তিনি ঘুম থেকে দেরিতে ওঠেন। কখনও মদ্যপান করে চিৎকার চেঁচামেচি বাধিয়ে দেন। সহ প্রতিবেশীদের উত্ত্যক্ত করেন। অনবরতময় রিহার্সাল চলাকালে মদ্যপান করে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। আসলে বেনীমাধবের অনিয়ন্ত্রিত-জীবনযাপন সমসাময়িক সময়ের মধুসূদন বা গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে নাট্যকার এই চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বেনিমাধব ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও বড়ই একা, সংসার বলে কিছু নেই। থিয়েটার মহলা কক্ষ আঙ্গুর নামে বারাঙ্গনা, এখন সে অভিনেত্রী ও অন্যান্য নট-নটীর সাথে তিনি এখানেই বাস করেন। বেনিমাধব চরিত্রের আরেও একটি বড়ো দিক হলো তিনি নাট্য শিক্ষক তার পরিচয় নিজেই এইভাবে দিয়েছেন- "আমি শিক্ষক, আমি স্রষ্টা, আমি ভাল ভাল মাটি দিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি, আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার স্বরূপ, আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা"। বেনিমাধব সাধা মাটি যে মেয়ে বানান, পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কাঠ পুতুলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারেন। পাথুরে হিসাবি ঝাঁটাওয়ালা ময়নাকেও অভিনেত্রী অপ্সরী বানিয়ে দিতে পারেন।

বেনিমাধব চরিত্রকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে গেলে তার চরিত্রের মানসিক গঠন বোঝা দরকার, তার জীবনের উত্থান, পতন, প্রেম-ঘৃণা, স্বার্থপরতা - প্রায় সবই ঘটেছে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে, বেনিমাধব আপাত-দৃষ্টিতে একজন উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালি কটুভাষী অভিনেতা, কিন্তু নাটকটি সম্পূর্ণ পাঠের পর সে ধারণা বদলে যায়। বেনিমাধব মূলত নাট্যপ্রিয় সৎ প্রচেষ্টার একজন অভিনেতা

মাত্র। বেনিমাধব থিয়েটারকে ভালোবাসেন, থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। এই বীরকৃষ্ণ দাঁ থিয়েটার খুলে দিলে এই থিয়েটারের কুশীলবদের জীবন বিপন্ন হবে বুঝতে পেরে তিনি এমন নাটক বাছেন যাতে সস্তা উত্তেজনা, রোমান্স আছে, আছে সস্তা নাচ গান। বেনিমাধব নাট্যসম্ভারকে বাঁচাতে প্রয়াসী, বেনিমাধব উদারচেতা ব্যক্তি, বেনিমাধব উদার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন নাটকে, বীরকৃষ্ণের অপরিণত নাট্যবোধ, স্থূলতা, উচ্ছৃঙ্খলতার অহংকার তাকে পীড়া দিয়েছে, তবুও থিয়েটারের স্বার্থে একান্ত বাধ্যের মানুষ বসুন্ধরার আবেদনে সাড়া না দিয়ে বিবেক প্রিয়নাথের সুস্থ সুন্দর চিন্তাকে অস্বীকার করে কিম্বা [illegible] চৌধুরীর জালকে উপেক্ষা করে কন্যাসম ময়নাকে বীরকৃষ্ণের হাতে তুলে দেন বাধ্যতা রূপে।

সবশেষে বলতে হয়, অন্যান্য ছবিতে বেনিমাধবকে অভাব বা মালিকের মেজাজের উত্তাপ করেন হলেও তিনি সমসাময়িক সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদকে যথেষ্ট সচেতন।

'টিনের তলোয়ার' উৎপল দত্তের প্রথম শ্রেণির নাট্য প্রযোজনা, এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেনিমাধব, তিনি মদ্যপ হতে পারেন কিন্তু কিভাবে ভালো এবং উদার পারছিল, নবীনদের প্রতি সম্মান জানাতেও তিনি জানতেন। অভিনেতাদের দুরবস্থার কথা ভেবে নাট্যশিক্ষা দেন এবং নাট্যক্ষেত্রে তাঁর রোমান্টিক নাট্যপ্রীতি দূরে সরিয়ে যেখানে স্বাদেশিক নাটকের প্রতি আগ্রহী হন।

এই লোক ইংরেজের দুশমন ! এই লোক নারীবিদ্বেষক ইংরেজের মহাজন।
অন্য বছরের পর বছর তাদের দেশের মানুষকে যা
দিয়েছে, এই লোক তবু হাসিকে প্রস্তুত লোক। সুতরাং বেনিয়াদের
বাংলা নাটকের একটি কালজয়ী সম্পূর্ণ চরিত্র।

4½/5
5

16.11.22

□ টিনের তলোয়ার নাটক অবলম্বনে বেণীমাধব চরিত্র

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

নাম - বনশ্রী সাহা

রোল - 20/BAH/0289

CC-12, মডিউল-2

সেমিস্টার - 5

বিশ্ববিদ্যালয়ের রোল - 202013-11-0097

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন - 013-1211-0124-20

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

টিনের তলোয়ার- বেনিমাধব চরিত্র ঃ

'টিনের তলোয়ার' নাটকের কাহিনি কাল্পনিক হলেও ইতিহাস সঞ্জাত। এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাসের এক একজন প্রতীক মাত্র। নাটকের ঘটনাবলী ও দ্বন্দ্ব যেমন ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক চিত্র। তেমনি প্রতিটি চরিত্রই সেই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বাহক। নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে বেনিমাধব চট্টোপাধ্যায় বা কাপ্তেনবাবু। দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক তিনি। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির যাবতীয় স্ববিরোধ, আবেগ- বিক্ষোভ, অভিমান- অনুযোগ, দোষ-ত্রুটি, ত্যাগ ও আপসের বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার উন্মোচিত করতে চেয়েছেন সে যুগের নাট্যকর্মীদের সমস্যা ও সংগ্রামকে, অস্তিত্ব ও আদর্শের সংঘাতকে এবং সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতির আবহটিকে।

'টিনের তলোয়ার' নাটকের কালগত প্রেক্ষাপট ১৮৭৬ সাল। সে সময় বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলি ইংরেজ বিরোধীতার আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই ইংরেজ বিরোধীতায় আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে ইংরেজ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রনয়ন করে রঙ্গমঞ্চের কন্ঠরোধ করতে চায়। এই সময়কাল বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহূর্ত। এই তাৎপর্যময় সময়কালে, বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি কলকাতার এক বিশিষ্ট নাট্যকর্মীর ভাবনা, অস্তিত্ব-সঙ্কট, আত্মিক দ্বন্দ্ব, আদর্শ- সংঘাত, নাট্যপ্রেম ও তার জন্য সামাজিক লাঞ্ছনা, ত্যাগ এই বেনিমাধব চাটুজ্যে চরিত্রটির মধ্যে দিয়েই উন্মোচিত করেছেন নাট্যকার উৎপল দত্ত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটক এক উন্মাদনার জোয়ার দেখা দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, মাইকেল, দীনবন্ধু, অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে নাটকের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল। 'টিনের তলোয়ার'

নাটকের বেনিমাধব এই রকমই একজন সৃজনশীল মানুষ, যে বলে – "নাটক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি, ভাবিনি কখনও।"

নিজেকে 'বাংলার গ্যারিক' বলত এই মানুষটি, যে ছিল গিরিশ-চন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতো অভিনেতা ও শিক্ষক। বেনিমাধব তাই বলে –

"বেনিমাধব চাটুজ্যে পাথরে প্রান প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কাষ্ঠ পুত্তলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে।"

– এই কাজটিই বেনিমাধবের জীবনের পরমতম ধন। থিয়েটারই তার ধ্যান-জ্ঞান, জাতে বামুন হলেও তার আসল পরিচয় 'থিয়েটার-ওয়ালা'। এই নাটকপাগল মানুষটিকে অনেকগুলি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে। একদিকে রয়েছে বাচস্পতির মতো রক্ষনশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা পতিতদের নিয়ে নাট্যচর্চাকে সমাজরুচির পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করে। নাট্যচর্চার মহলাগৃহে মাঝে মাঝেই এরা সংবদ্ধ আক্রমন চালায়। এই রক্ষনশীলদের আবার প্ররোচিত করে 'ভারতসংস্কারক' এর মতো কিছু পত্রপত্রিকা। বেনিমাধবের বিশুদ্ধ নাট্যসাধনার সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার মালিক বীরকৃষ্ণ দা। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতিহীন স্থূল-রুচি ব্যবসায়ী মানুষ। অন্যান্য ব্যবসার মতোই নাটকও তার কাছে একটি ব্যবসা। তাই তার ইচ্ছানুযায়ী না চললে বা মুনাফার ঘাটতি হলে বারবার তিনি থিয়েটার বন্ধ করার হুমকি দেন। বেনিমাধবকে তাই তার সঙ্গে বিভিন্নভাবে আপোষ করেই নাট্যচর্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

বাংলার সমাজের তৎকালীন অস্থিরতা ও বৈপরীত্য বেনিমাধবের জীবন ও কর্মে নানাভাবে প্রকাশিত। তার চরিত্রের মধ্যে রয়েছে নানা বৈপরীত্য। সমাজ ও সংবাদপত্রের সমালোচনাকে উপেক্ষা করেই সে পতিতাদের নিয়ে অভিনয় করাতে কুন্ঠিত হয়নি। জমিদার বাড়ির অনুষ্ঠানে তাদের উঠোনে

গিয়ে থিয়েটার করার প্রস্তাবে সে সদর্পে বলে –

"আপনি কি আমাকে খেমটা নাচের দল মনে করেন যে বড়লোকের উঠোনে গিয়ে গাইব?"

বুলবুলির লড়াই, পায়রা ওড়ানো, বাজি পোড়ানোর সেই খুদুমার বিলাসিতার যুগে বেনিমাধবের এই ভাবনাগুলো অবশ্যই প্রগতিশীল ভাবনার আভাস। আবার একই সঙ্গে থিয়েটারের প্রগতিশীল অভিমুখ সম্পর্কে সে ছিল উদাসীন। তাই প্রিয়নাথ বলতে বাধ্য হয় –

"বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।"

তখন বেনিমাধবের মনে পড়ে যায় মেঘের কথা। সেই প্রায় একই কথা বলেছিল তাকে। সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল –

"কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে নাটক বাঁধতে পারবে?"

আসলে বেনিমাধবের বাস্তব বহির্ভূত নাটক যেমন মেঘের গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি দেশপ্রেমের উন্মাদ সিরোজিতের অনুগামী প্রিয়নাথের কাছেও সেই সব নাটক অপ্রাসঙ্গিক। বেনিমাধবের কাছে মাইকেলের কবিতা শুনি, কিন্তু বুর্জোয়া গনতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্দীপ্ত মাইকেলের অনুসারী সে হতে পারেনি। তাই প্রিয়নাথের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের পান্ডুলিপি তার কাছে মূল্যহীন, সেই পান্ডুলিপির স্থান হয় আস্তাকুড়ে।

থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেনিমাধব বসুন্ধরা ও প্রিয়নাথের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ময়নাকে কার্যত বিক্রী করে দেয় বীরকৃষ্ণর কাছে। এ প্রসঙ্গে বসুন্ধরার কাছে তার যুক্তি –

"থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাব। বীরকেষ্ট বলেছে, ময়নাকে পেলে সে থিয়েটার গড়ে দেবে। ময়নার মতো মূলধন আমার হাতে থাকতে এত বড় দাও ছেড়ে দেব?"

রঙ্গমঞ্চের অনেক কুসংস্কারকেও বেনি শ্রদ্ধা করে। স্টেজে কলা, ডিম খাওয়া যে নিষিদ্ধ সেসব সে কঠোরভাবে মান্য করে। অভিনয়ের আগে পুজোর প্রসাদী জল সকলের সঙ্গে সেও পান করে। মঞ্জরীর প্রথম অভিনয় দেখে হলের প্রথম সারির দর্শকদের মধ্যে যখন কোলাহল বেড়ে ওঠে, তখন অভিনয় থামিয়ে দিয়ে বেনি তাদের তিরস্কার করে বলতে পারে — "এটা নাট্যমন্দির। জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর

ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেরিয়ে যান।"

বেনিমাধবের এই মনোভাব মনে করিয়ে দেয় সেইসব নাট্য শিল্পীদের, যারা অনেক আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছসাধন করে থিয়েটার নির্মাণ করেছিলেন, থিয়েটারকে মুক্ত করেছিলেন বিলাসী জমিদারের আঙিনা থেকে, থিয়েটারের প্রতি যাদের ছিল আসীম ভালোবাসা।

থিয়েটারের প্রতি এই ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু নাটকের আধুনিক অভিমুখকে ধরতে পারেনি, থিয়েটারের মোড় ফেরার সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বেনিমাধবেরই উত্তরণ ঘটে যায়। বেনিমাধবের দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে প্রিয়নাথের ধীশুতের বক্তব্যে, বসুন্ধরার দেশ প্রেমের আবেগে। যে বেনি একদিন প্রিয়নাথের পলাশীর যুদ্ধ নাটককে উপেক্ষা করেছিল, সেই শেষ পর্যন্ত প্রিয়নাথের 'তিতুমীর' নাটক মঞ্চস্থ করতে রাজী হয়। এদিকে খবর আসে উপেন দাস, অমৃতলাল, মতি সুর প্রমুখেরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, নাট্যনিয়ন্ত্রন বিল জারি হয়েছে। বেনিমাধব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে 'তিতুমীর' নাটক হবে না। ময়না, বসুন্ধার ক্ষোভকে সে উপেক্ষা করে, প্রিয়নাথের জ্বলন্ত বক্তব্যের উত্তরে বলে "যা যা বেশি দেশসেবা দেখাস নে।"

কিন্তু বাংলা নাটকে ইংরেজদের এই আক্রমন এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া বেনিমাধবের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার

করছিল। তার ভেতরের স্ফুলিঙ্গ শুধু আগুনে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের দিন উপযুক্ত পরিবেশে সেই আগুন জ্বলে উঠল। সধবার একাদশী-তে অভিনয় করতে করতে বেনিমাধব যখন তিতুমীরের সংলাপ বলে উঠল, তখন উল্লাসধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ হল মুখরিত। সাধারণ মানুষের এই সমর্থন প্রমাণ করে দিল, তারা কি চাইছে মানুষের আকাঙ্খা মঞ্চে প্রতিধ্বনিত হলে মানুষই থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখে। সাধারণ মানুষকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করে বেনিমাধব সেই ইতিহাসের, সেই নাট্য আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হয়ে উঠল। তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণ এবং প্রতিবাদের ছায়া প্রকাশ হয়ে উঠল।

সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত এই নাটকে নাট্যকার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের সেই সব নাট্যকর্মীদের, যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাংলার নাট্যসংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। নাটকের ভূমিকায় উৎপল দত্ত জানিয়েছেন —

"বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে – যাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজে যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা॥ যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোস টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই॥ যাঁহারা পঞ্চশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয় বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি॥"

'টিনের তলোয়ার' নাটকের বেনিমাধব চাটুজ্যে নাট্যকারের কল্পিত চরিত্র হলেও আসলে সে যুগের সেই প্রণম্য নাট্যকর্মীদেরই একজন।

5/5

16.4.22

BNG-A-CC-5-12-TH-TU

মডিউল → 2

সেম → 5

নাম → সুদীপ্তা সাঁতরা

কলেজ রোল নম্বর → 20/BAH/0327

CU রোল নম্বর → 202013-11-0177

CU রেজিস্ট্রেশন নম্বর → 411-1211-0600-18

বিষয় → বাংলা

প্রজেক্টের বিষয় → 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বেনীমাধব চরিত্রটি আলোচনা করো।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

■ 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বেণীমাধব চরিত্রটি আলোচনা করো।

⇒ উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকের প্রধান চরিত্র বেণীমাধব চাটুজ্জে। নাটকে উল্লেখিত থিয়েটারের নাম হল "দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা"। সে কোম্পানীর ক্যাপ্টেন বেণীমাধব চাটুজ্জে। নাটকের শুরুতে দেখা যায় ভোরবেলায় নটবর নামের এক শীর্ণ যুবককে নিয়ে বেণীমাধব শহরের দেওয়ালে থিয়েটারের পোস্টার সাঁটা নিয়ে ব্যস্ত। তখন তিনি মদের ঘোরে বেসামাল অবস্থায় ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে এক মেথর ম্যানহোল থেকে ময়লা তুলে ওপরে ফেলছে আর সেই ময়লা বেণীমাধবের গায়েও লেগে যায় কিন্তু তাতেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না। সেই পরিবেশ মানানসই করে মেথরের সঙ্গে থিয়েটারের প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা শুরু করে — সে কখনো থিয়েটার দেখেনি। মধুসূদন কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্যের' নামও শোনেনি তবু বেণীমাধব অযাচিতভাবে জানিয়েছেন যে তিনি বাংলার গ্যারিক। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা নাটক দেখে তাকে এই আখ্যা দিয়েছে। বেণীমাধব মেথরের কাছে তাঁর জীবন কাহিনী বিবৃত করছেন। সেই কাহিনী থেকে জানা যায় বেণীমাধব অল্প বয়সে অভিনয় করতেন। শ্যামবাজারের চক্রবর্তীবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালায় অভিনয়ে তাঁর ছিল কোটালের ভূমিকা। বেণীমাধবের সিদ্ধান্ত তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় তাঁর পেশা ও নেশা এবং সেটাই তাঁর সর্ব ছিল।

বেনিমাধব মিত্রের সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব তার প্রমাণ — তিনি থিয়েটারের প্রয়োজনে বেশ্যাপল্লী থেকে নারী অভিনেত্রী খুঁজে আনেন যারা বাবুর বা লম্পটের ভোগ্য। এরকম একজনের নাম মানদাসুন্দরী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানদাসুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে গ্রেট ন্যাশনালের কর্তারা।

বেনি চরিত্রের সবচেয়ে অন্যতম দুর্বলতা হল নিরক্ষর অথচ ইংরেজি সংলাপ আওড়াতে হয়। তাই প্রিয়নাথ মল্লিক 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে বেনিকে জিজ্ঞেস করেন —

"আচ্ছা আপনি যে বলেন ইংরিজি জানেন না, তাহলে নিমচাঁদ করেন কি করে? সেখানে তো ইংরিজির তুবড়ি ছোটে।" প্রিয়নাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে বেনি বলেন, "বাবা প্রিয়নাথ জানবাজারে এক ফিরিঙ্গি বাস করে, তার নাম গোমেলবো। তার কাছে গিয়ে নিমচাঁদের উচ্চারণটা শিখে নিয়েছি। এ সবের অর্থ তেমন পরিষ্কার নয় আমার কাছে।" — এই স্বীকারোক্তি ছিল বেনির সরল মনের প্রকাশ।

বেনির আর সবচেয়ে দুর্বলতা হল সে যদিও নাট্যশিক্ষক, তখনকার ভাষায় যাকে বলে ক্যাপ্টেন তা সত্ত্বেও মদ্যপানে তাঁর বড় আসক্তি। সমকালীন কাগজে বেনিমাধবের নজর তীক্ষ্ণ — সারারাত অভিনয়ের পর মদ্যপান করেন এবং সকালে দেরি করে তার ঘুম ভাঙে।

তবে বেনিমাধব পেশা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর কাছে নতজানু হয়ে থাকো কেননা মালিক থিয়েটার তুলে দিলে সমস্ত কর্মীর জীবন বিপন্ন হবে। সেজন্য বেনিমাধবের নাটকগুলিতে আছে রোমান্স, নাচগানের কারবারি। যেমন –'ভ্রমর নগরনন্দিনী' বা 'ময়ূরবাহন' নাটক

অন্যদিকে নবীন নাট্যকার প্রিয়নাথ মল্লিকের নাটক 'পলাশীর যুদ্ধ' যেখানে ক্লাইভকে কুলাঙ্গার রূপে অঙ্কন হয়েছে। এই নাটক বেনিমাধবের মনোনয়ন পায়নি। তাই নাটকের পাতা মহলা ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে — বেনির কাছে যার কোনো মূল্য নেই। তবুও অক্লান্ত প্রিয়নাথ 'তিতুমীর' নাটক লিখে বেনিমাধবের কাছে নিয়ে আসেন এবং বেনিমাধবের তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

নাট্যব্যবসার স্বার্থে, বেনিমাধব বীরকৃষ্ণ দাঁর মতামতকে শিরোধার্য বলে মেনে নেয় কিন্তু তাঁর মধ্যে সুপ্ত আছে দেশপ্রেমের বীজ। ~~সেজন্যই~~ বেনিমাধব নিরীহ, সহায় এবং মালিকের খোশামুদে থাকেন। — যা দেখে প্রিয়নাথ এমনকি নাটক দর্শকও ঘৃণা করতেন — প্রিয়নাথ তো দেশপ্রেমিকের রূপে আবির্ভূত। তিনি বেনিমাধবকে বলেছিলেন — "বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মুখে প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।"

নাট্যব্যবসার স্বার্থে বেনিমাধব অনেক কিছুই মেনে নিতে পারেন— এমনকি হাতে গড়া নটী ময়নাকে পর্যন্ত তুলে

দিয়েছেন মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁর হাতে। চুক্তি ছিল ময়নার বিনিময়ে বীরকৃষ্ণের শ্যামবাজারের নতুন থিয়েটার হলটির অর্ধেক অংশ বেনি পাবে।

বেনিমাধব প্রিয়নাথের হাতে ময়নাকে তুলে দেয়নি ঠিকই কিন্তু প্রিয়নাথের স্বদেশ প্রেমের নাটক 'তিতুমীর'কে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যদিও বীরকৃষ্ণের প্রবল বাধার কারণে নাটকটি শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়নি। তবুও 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয় চলাকালীন পুলিশ অফিসার ল্যাম্বার্টকে দেখে তিতুমীরের পার্ট বলা শুরু করেন। সকলে আত্মপ্রকাশ ঘটে ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিবাদী বেনিমাধবের। যাঁর মধ্যে এতকাল আত্মগোপন ? করেছিল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির মতো ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। আর শেষপর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ইংরেজ বিদ্বেষী 'তিতুমীর' নাটক অভিনয় করে — সে কারণে তৎকালীন বাংলা থিয়েটারের স্যাডিক বেনিমাধব যথার্থ হয়ে ওঠে। বাংলা থিয়েটারের অন্যতম প্রাণপুরুষ উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতার ফসল বেনিমাধব চরিত্রটি থিয়েটারী-পরিকল্পনার একটি আদলের পরিচয় দিয়েছে।

4½/5 5

16.11.22